ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৫ অগ্রহায়ণ – ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ঃ ২ ডিসেম্বর – ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 6, 2 December - 8 December, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের আপত্তিতে বাতিল হয়ে

গেল যাদবপুরের কর্মসমিতির বৈঠক। ফলে এবার সাম্মানিক ডিলিট, ডিএসসি দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিলেন অস্থায়ী উপাচার্য।

রবিবার : লোকপালের সুপারিশের ভিত্তিতে ঘুষ নিয়ে

সংসদে প্রশ্ন করার দায়ে অভিযুক্ত কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল সিবিআই। তারা জানিয়েছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।

সোমবার : নতুন চিনা নিউমোনিয়া নিয়ে এখনই ভারতে

আতঙ্কের কারণ না থাকলেও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিকে জন্যস্বাস্থ্য ও হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বলেছে।

মঙ্গলবার : আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া ও কালচিনি

স্টেশনের মাঝে সকালবেলায় এক মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক হস্তীশাবক সহ তিনটি হাতির। আহত হয়েছে আরও একটি হাতি। মালগাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে বন দপ্তর।

বুধবার : বহু চেষ্টায় দীর্ঘ ১৮ দিন পর বার করে আনা

হল উত্তরকাশীর টানেলের অন্ধকূপে আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিককে। উদ্ধারের পর সকলের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সকলেই মানসিক ও শারীরিক সুস্থ আছেন।

বৃহস্পতিবার : বিদেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসে চিকিৎসা

করতে হলে ১০ বছরের মধ্যে দেশীয় নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে বলে সময় নির্দিষ্ট করে দিল ন্যাশানাল মেডিক্যাল কাউন্সিল।

শুক্রবার : ফের বাড়ি তল্লাশিতে টাকা উদ্ধার। নিয়োগ

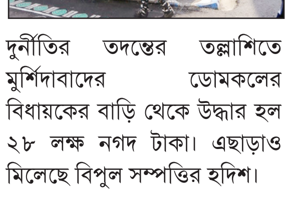

দুর্নীতির তদন্তের তল্লাশিতে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বিধায়কের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ২৮ লক্ষ নগদ টাকা। এছাড়াও মিলেছে বিপুল সম্পত্তির হদিশ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজনীতির দুর্গন্ধে কলুষিত বাংলার আকাশ বাতাস

ওঙ্কার মিত্র

জাতীয় রাজনীতির কুর্সি থেকে বাঙালিকে ঠেলে সরিয়ে রাখা হলেও ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলার অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। ব্রিটিশ ভারতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই ছিল বাঙালির জয়জয়াকার। শিক্ষা ও মেধার জোরে বাঙালি তখন অপ্রতিরোধ্য। ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে দেশকে স্বাধীন করার অদম্য বাসনা বাঙালিকে একের পর এক প্রতিঘাতের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। নির্বিচারে হত্যা, দ্বীপান্তর, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে অপসারণ, ব্রিটিশ বিরোধী নেতৃত্বকে দেশ থেকে বিতাড়ন সত্ত্বেও বাঙালির গৌরবে ভাগ বসাতে পারেনি কেউ। স্বাধীনতার পরেও চরম দুর্দশার মাঝে ওপার–এপারের বাঙালি একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রানপণে ধরে রেখেছিল তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, প্রগতিশীল ভাবনা যা বাঙালিকে পুনরায় স্বমহিমায় উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বাঙালির সাজানো রাজনৈতিক বাগানে শুরু হল আগুন দেবার পালা। নেতাদের ক্ষমতার লালসা খণ্ডিত বাংলা বা পশ্চিমবঙ্গকে পরিণত করল 'পলিটিক্যাল ডাস্টবিন'–এ। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত যত দিন এগুলো

ততই খুন–খারাপি, হিংসা, অত্যাচার, নিপীড়ন কলুষিত করে তুললো বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতির আঙিনাকে। ১৯৭৭–এর পর শুরু হল সর্বহারা খেটে খাওয়া মানুষের ক্ষমতায়নের নামে যেনতেন প্রকারে কয়েকজন ও তার তল্পিবাহকদের ক্ষমতা ধরে রাখার গবেষণা। নতুন নতুন কৌশলে জমতে থাকল রাজনৈতিক আবর্জনার পাহাড়। সেই আবর্জনার দুর্গন্ধে এখন টেঁকা দায়। ২০১১ সালে বাঙালি যার হাতে আবর্জনা দূর করার ভার তুলে দিল তিনি বাংলাকে ডাস্টবিন থেকে রাজনৈতিক ভাগাড়ে পরিণত করলেন। গত বুধ ও বৃহস্পতিবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তারই জলজ্যান্ত উদহরণ। সেই ভাগাড়ে কি নেই! রাজনৈতিক হিংসা, নেতা– মন্ত্রী–আমলাদের দুর্নীতি, দেশের সম্পদ পাচার, হুমকি, প্রতিহিংসার উস্কানি, গণতন্ত্রের ছিন্নভিন্ন দেহাংশ পচে দূষিত করছে বাংলার রাজনৈতিক আকাশ। আর এই সাজানো ভাগাড়ের খোঁজে বাংলায় পাড়ি জমাচ্ছে ভিনরাজ্য, ভিনদেশের হিংস্র শকুনের দল। বাংলা এখন খুনি, দুর্নীতিবাজ, মস্তানদের বিচরণক্ষেত্র।

সামনে নির্বাচন, বাংলার রাজনৈতিক ভাগাড়ে যতটুকু জায়গা খালি আছে তা এবার ভরবার পালা। সেই দামামাই বেজে উঠেছে বাংলার বাতাসে। গত ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শা ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে যেভাবে আঙুল তুলে বাংলার রাজনৈতিক কলুষতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেলেন আজ থেকে ৭৫ বছর আগে তা ভাবতেই পারতো না বাঙালি।

এরপর পাঁচের পাতায়

নাগরিকত্বকে কেন্দ্র করে মতুয়া গড়ে বিজেপির পুনরুত্থান প্রশ্নের মুখে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনে সিএএ বা নাগরিকত্ব ইস্যু নিঃসন্দেহে এক অন্যতম প্রধান বিষয়। বুধবার, ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় সভা করে গেলেন। এর আগে সম্প্রতি রাম উৎসব উপলক্ষ্যে কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি এসেছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুরনগরে। ওই দিন তিনি বলেছিলেন, 'সিএএ' আইন পাশ হবার পর বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমরা আদালতে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে সিএএ লাগু করার আদেশ নিয়ে আসব। যতদিন নাগরিকত্ব না পাচ্ছেন মতুয়ারা ততদিন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করা যে সদস্য পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে, সেই কার্ড নিয়ে তারা সারা ভারতে চলাফেরা করতে পারেন নির্বিঘ্নে।' নাগরিকত্বের পাশাপাশি আরও

কয়েকটি বিষয় নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন আছে। সেগুলি যথাক্রমে (১) কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলা দ্বারা পরিচালিত তদন্তগুলি লোকসভা ভোটের আগে নিস্পত্তি হবে কি না? (২) রাজ্যে ঘটে চলা খুন খারাপি সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের ভূমিকা কি? (৩) নাগরিকত্ব প্রশ্নে কেন্দ্রের পদক্ষেপ কি?

জনমানসের এহেন প্রশ্নগুলি প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমরা চাই যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি দ্রুততার সঙ্গে তাদের তদন্ত শেষ করে অতিরিক্ত বেহিসেবী টাকা যাদের কাছে সেগুলোকে উদ্ধার করুক। এবং যারা চোরের উপর বাটপারি করেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করুক। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য জুড়ে যে সমস্ত খুনখারাপি, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সঙ্ঘটিত হচ্ছে, এটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার বিষয়। এখানে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে চূড়ান্তভাবে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হলে সেই বিষয়টি দেখবে আদালতই। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ সংবিধান বিরোধী।

এরপর পাঁচের পাতায়

টাকা ফেরত দেওয়ার নোটিশ দিলেন বিডিও

আবাসন যোজনায় ঘুঘুর বাসার হদিশ প্রকাশ্যে শাসক দলের দুর্নীতি

অরিজিৎ মণ্ডল

একদিকে যখন রাজ্যের শাসক দল শিক্ষা থেকে শুরু করে রেশন দুর্নীতির কাঁটায় বিদ্ধ আবাস যোজনার দুর্নীতির ছবি উঠে এলো রায়দিঘি বিধানসভায়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শাসকের দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগে সিলমোহর দিলেন মথুরাপুর ২ নং ব্লকের বিডিও। খবরে প্রকাশ, মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৭ জন গরিব মানুষের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় নাম উঠেছিল। এদের প্রত্যেকের নামে আসা এক লক্ষ কুড়ি হাজার করে টাকা শাসক দল আর প্রশাসনের আধিকারিকদের সহযোগিতায় অন্য ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে কে বা কারা তুলে নেয়। অবশেষে এই বিষয় নিয়েই নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা

দিপু বর নামে এক ব্যক্তি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় আর এর পরই আদালতের নির্দেশে তদন্তে সত্য প্রমাণিত হয়। এই বিষয় নিয়ে মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সেই এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে ফেরত দেওয়ার নোটিশ দিয়েছেন। এমনকি ফেরত না দিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও কথা জানিয়েছেন বিডিও। তবে ইতিমধ্যেই ওই সাত আট জনকে টাকা ফেরত দিতে নোটিশ পাঠালে তাদের মধ্যে অনেকেই জানায় যে কিভাবে তাদের একাউন্টে টাকা ঢুকেছিল তারা জানে না। তারা সেই টাকা দিয়ে ঘর করেছে এখন কোথা থেকে সেই টাকা ফেরত দেবে। তবে এই বঞ্চিত ২৭ জনের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন শাসকদলের ঘনিষ্ঠ কিংবা তাদের আত্মীয়–স্বজন।

প্রতারিত ব্যক্তি ও বিরোধীদের অভিযোগ আবাস দুর্নীতির নাম থাকা ব্যক্তির একটি করে আইডি নম্বর করা হয়েছিল বিডিও অফিস থেকে। তোলা হয়েছিল তাদের ভাঙ্গা ঘরের ছবি। সেই আইডি নম্বরের পাশে বসানো হয়েছিল সেই ভাঙ্গা ঘরের ছবিটি। পরে তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ লোকজনের একটা করে ব্যাংক একাউন্ট নম্বর ওই আইডির সাথে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রকৃত প্রাপ্য ব্যক্তির ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ঢুকে যায় তৃণমূল নেতাদের একাউন্টে।

এরপর পাঁচের পাতায়

গয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবিভক্ত বাংলার বাজিতপুরের ছোট্ট বিনোদ উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর মঠের যোগীরাজ গম্ভীরনাথজির কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর মায়ের আদেশে পিতার পারলৌকিক কার্য সম্পাদনের জন্য গয়ায় আসেন। গয়া স্টেশনে নামতেই পান্ডারা তাঁকে ঘিরে টেনে–হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকেন। পান্ডাদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন ব্রম্ভচারী বিনোদ। পান্ডাদেরকে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন সাধারণ ধার্মিক মানুষের পারলৌকিক কার্যের সুবিধার্থে তাঁর প্রথম কাজ হবে তীর্থসংস্করণ।

এরপর আজ থেকে ১০০ বছর আগে ১৯২৪ সালে গয়াতেই তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্যে তৈরি হয় যাত্রী নিবাস। সকলে যাতে নির্বিঘ্নে স্বল্প ব্যয়ে পিন্ডদান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনায়। এরপর একে একে হরিদ্বার, ঋষিকেষ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে এমনকী সারা বিশ্বে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ গড়ে ওঠে।

এরপর পাঁচের পাতায়

নুঙ্গী ফেরিঘাট

লঞ্চ নেই, শৌচালয় ও যাত্রী প্রতীক্ষালয় বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা বিধানসভা এলাকার বাটার নুঙ্গী ফেরিঘাট আছে। যেখান থেকে হীরাপুর ও সারেঙ্গা যেটা হাওড়া জেলার অন্তর্গত, যাত্রী পারাপার করে। নুঙ্গীতে একটি সুন্দর জেটিঘাট হয়েছে। টিকিট ঘর, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচালয়ও করা হয়েছে। আগে লঞ্চে করে যাত্রী পারাপার হতো। কিন্তু বর্তমানে কোনো লঞ্চ সার্ভিস নেই। আছে যন্ত্রচালিত ভুটভুটি। টিকিট কাউন্টার, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচালয় সবই তালাবন্ধ। ওপারে গিয়ে টিকিট কাটতে হয়। ভুটভুটিতে সকল যাত্রীদের জন্য লাইফ জ্যাকেট তো নেই। নেই জলসাথীদের কোনো নজরদারীও। সম্প্রতি নুঙ্গী ফেরিঘাটে গিয়ে সমস্ত কিছু দেখলাম। সাধারণ যাত্রীদের প্রশ্ন লঞ্চ চলাচল বন্ধ হল কেন? কেনই বা

নুঙ্গী ফেরিঘাটের যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচালয় তালা বন্ধ? ঝড়–বৃষ্টির সময় নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন, যাত্রী প্রতীক্ষালয় খোলা থাকলে যাত্রীরা সেখানে বিশ্রাম নিতে পারতেন। সরকার থেকে যখন বলা হচ্ছে খোলা জায়গায় মল–মূত্র ত্যাগ করবেন না। তখন সাধারণ মানুষের প্রশ্ন নুঙ্গী ফেরিঘাটে আগত মানুষরা কোথায় তাহলে মল মূত্র ত্যাগ করবে? অবিলম্বে শৌচালয় খুলে দিলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ছাত্র–যুবদের কর্মসূচি দীর্ঘদিন বন্ধ, হতাশ আধিকারিকরা

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর নামে একজন মন্ত্রীর অধীন একটি বিভাগ আছে। তার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক এবং জেলা স্তরে যুব আধিকারিকরাও আছেন। তাঁরা সকলে বেতনও পান। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যুব কল্যাণ দপ্তরের কার্যত কোনো কাজ বা কর্মসূচিই নেই। এই দপ্তরের আধিকারিকরা অন্য দপ্তরের কাজ করেন। যার ফলে যুব আধিকারিকরা হতাশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্লক যুব আধিকারিক জানান, দেখুন ৭৭–৭৮ সাল থেকে রাজ্যে যুব কল্যাণ দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি উৎসব প্রতিযোগিতা করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সবই বন্ধ। ২০১৯–

যুব কল্যাণ দপ্তর

২০ সালে শেষ তিনটি স্তরে ছাত্র–যুব উৎসব হয়। তারপর থেকে সব বন্ধ। গ্রাম বাংলার ছাত্র–যুবরা সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃতি, নাটক, বাঁশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেত। তা এখন আর হচ্ছে না। সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে নাকি জেলা স্তরে ছাত্র–যুব উৎসব হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রেও নানা বিতর্ক আছে। গত বছর থেকে ব্লক স্তরে বিবেক চেতনা ও সুভাষ উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান, খেল অভিযান, খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচি তো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ অন্য রাজ্যে নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচি খেলো ইন্ডিয়া চালু আছে। শুধুমাত্র রাখী পূর্ণিমার দিন সংস্কৃতি দিবস ও ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস কোনো রকমে উদযাপিত হয়। আগে জাতীয় স্তরে ছাত্র–যুব উৎসবে রাজ্যও অংশগ্রহণ করত। এখন সেটাও বন্ধ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীন নেহেরু যুব সংগঠন যুবক–যুবতীদের জন্য সারা বছর ব্লক জেলা–রাজ্য ও জাতীয় স্তরের নানা কর্মসূচি, উৎসব, প্রতিযোগিতা করে চলেছে। আমাদের রাজ্যে যুব কল্যাণ দপ্তরের তাহলে কি ভূমিকা? কেনই বা দিনের পর দিন ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়ছে? এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ যুব আধিকারিক তথা সমিতির সভাপতি মানস দাস বলেন, আমরা সমিতির পক্ষ থেকে দপ্তরকে সব কিছু জানিয়েছি। কিন্তু কোনো সদর্থক উত্তর পাইনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফের পাথরপ্রতিমার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগরের পর কেরলে কাজ করতে গিয়ে এবার বালি চাপা পড়ে মারা গেলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পাথরপ্রতিমার জি প্লটের ৩২ বছরের যুবক রাজকুমার নায়েক। অভাবের তাড়নায় দুই ভাইকে নিয়ে কেরলে কাজ করতে গিয়েছিলেন রাজকুমার। মঙ্গলবার বিকালে তার দুই ভাই যখন বালি তুলছিল, তখন ভারা থেকে নেমে নিজে ওই গর্তের মধ্য থেকে বালি তুলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর গর্তের মধ্যে বসে বিশ্রাম নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে টানছিলেন। তখনই উপর থেকে হুড় মুড়িয়ে ধস নামে বালি। দুই ভাইয়ের চোখের সামনে চাপা পড়ে যায় দাদা। বুলডোজার এনে বালি সরিয়ে তাকে যখন উপরে আনা হল, তখন সব শেষ। অন্যান্য শ্রমিক ও ভাইদের প্রচেষ্টায় উঠে এলো তার নিথর দেহ। আজ সকালে পাথরপ্রতিমার নিজের বাড়িতে আনা হয় রাজকুমারের নিথর দেহ। মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজন। প্রশ্ন এখানে কেন বারবার বহি: রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু? এরাজ্যে কি মিলবে না কোন কর্মসংস্থান?

সুন্দরবনে শুরু পাখি উৎসব, আবেদন করার ওয়েবসাইট প্রকাশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ

আগামী ২০২৪ এর ১৭ জানুয়ারি থেকে সুন্দরবনে শুরু হবে পাখি উৎসব। চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার থেকে আবেদন করার জন্য দুটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করলো বনদপ্তর। উল্লেখ্য প্রথমবার পাখি উৎসবের সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে বনদপ্তর জানায়,সুন্দরবনে ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। পাঁচ হাজারের বেশি পাখির দর্শন পেয়েছিলেন উৎসবে যোগদানকারী পাখিপ্রেমীরা। গতবার তিন দিন ধরে এই উৎসব চললেও এবার সেই উৎসব চার দিনের হবে বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা। গত বছর যেখানে ৬টি দলে ৩৪ জন পাখিপ্রেমী উৎসবে যোগদান করেছিলেন, এবার সেখানে ৮টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে বেশি সংখ্যক পাখিপ্রেমীরা সুযোগ পাবেন এবারের পাখি উৎসবে। বনদপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গতবার ৫০৬৫টি পাখির দেখা পেয়েছিলেন পাখি উৎসবে যোগদানকারীরা। সেই সময় শীতের প্রায় শেষলগ্নে পাখি উৎসব হয়েছিল। এবার আরও প্রায় একমাস আগে এই উৎসব হওয়ায় অনেক বেশি পাখির দর্শন মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য গত বছরের পাখি উৎসব

থেকে বন দপ্তর বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাখিদের রক্ষার জন্য। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীতের মরশুমে যে সমস্ত পরিযায়ী পাখি সুন্দরবন এলাকায় আসে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। যাতে কোনোভাবেই কেউ পাখি শিকার না করে সেদিকে কঠোরভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে বনদপ্তরের উদ্যোগে। শুধুমাত্র সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা নয়, আশপাশের লোকালয়গুলিতেও পাখিদের নিরাপত্তা বাড়াতে গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজ শুরু করেছে বনদপ্তর। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন জানিয়েছেন, গতবার পাখি উৎসবে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। যার ফলে এবারও সুন্দরবনে পাখি উৎসব শুরু হবে। সমগ্র সুন্দরবন যাতে পাখিদের জন্য নিরাপদ স্থান হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। পাখিদের সংরক্ষণই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। বনদপ্তর সুত্রের খবর, সুন্দরবনের সজনেখালিতে উৎসবের সূচনা হবে। পাখি উৎসবে যোগদানের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে। যে ওয়েবসাইট এ আবেদন করতে হবে সেই সাইটটিও বনদফতর প্রকাশ করেছে। www.sun-darbantigerreserve.org /www.wildbengal.com এই ওয়েবসাইট দু'টি গত বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে খুলে দেওয়া হয় আবেদনকারীদের জন্য। আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ওয়েবসাইট দুটি খোলা থাকবে। আবেদন করতে হলে মাথাপিছু খরচ প্রায় ১০ হাজার টাকা, এছাড়াও ওয়েবসাইটে বিস্তারিত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে বন দপ্তরের তরফে।

উত্তরের আঙিনায়

বিষপান করে আত্মঘাতী মদ্যপ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মদ্যপ অবস্থায় বিষ পান করে আত্মঘাতী হল এক যুবক। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত সর্বমঙ্গলা বেহস্তলি এলাকায়। জানা গেছে মৃত ওই যুবকের নাম মাজিদুর রহমান (২৪), বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার সর্বমঙ্গলা এলাকার বেহস্তলিতে। পেশায় টোটো চালক। মৃত ওই যুবকের একটি ৭ মাসের সন্তান রয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ সে সর্বমঙ্গলা এলাকার বাজারে মদ পান করার পর ঘাস মারা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে। এরপর সে বাড়িতে ফোন করে জানায় সে বিষ পান করেছে। বাড়ির লোক তড়িঘড়ি তাকে বাজার এলাকা থেকে খুঁজে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন রবিবার রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এরপর গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের কর্মীসভায় অধীর চৌধুরী

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : গতকাল কালিম্পং এ অধীর চৌধুরীর হাত ধরে বিনয় তামাং কংগ্রেসে যোগদান করেন। পাহাড়ের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সমীকরণ আবারও সৃষ্টি হল।

এদিন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের হলঘরে উক্ত সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন অধীর চৌধুরী, শংকর মালাকার, বিনয় তামাং ও কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কংগ্রেসের সভাপতিরা। এছাড়াও উপস্থিত হয়েছিলেন প্রচুর কংগ্রেসকর্মী। এদিন বিনয় জানান গতকাল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তিনি কাজ করতে চান। তিনি বলেন, দীর্ঘ দিন পরে পাহাড়ে কংগ্রেস নেতার আগমন ঘটে গতকাল। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী গিয়েছিলেন কালিম্পং। বিনয় তামাংয়ের কংগ্রেসে যোগদান প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী জানান, বিনয় তামাং বাংলার রাজনীতিতে বিশিষ্ট নাম। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসে যোগদানের ফলে উত্তরবঙ্গে নতুন বার্তা পৌছে গেল।

শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গে শীতের ইনিংস শুরু

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : অঘ্রাণ মাসের শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে শীতের আমেজ। পাহাড়ের আবহাওয়া আরো দুর্দান্ত। স্বাভাবিকভাবে শীতকালে পাহাড়ের পরিবেশ অন্য মাত্রা যোগ করে। এদিন উত্তরবঙ্গের দুই পার্বত্য জায়গা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ সকাল থেকেই মনোরম। রোদের দেখা মিললেও সাথে শীত শীত অনুভূতি। চুটিয়ে মজা উপভোগ করছেন পর্যটকরা। দিনের বেলা রোদের দেখা মিললেও দুপুরের পর থেকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। এরকম সময় পাহাড় পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে। একদিকে যেরকম গরমের মাত্রা নেই,অপরদিকে সেরকম ঠান্ডা থাকে না। তাই অনেকেই এই সময়টা পাহাড় ভ্রমণের জন্য বেছে নেন। নভেম্বর মাস পরতেই পাহাড়ে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। রোদের ঝিলিকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দুর্দান্ত লাগছে। দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ থেকে ১১ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। শুধু দার্জিলিং নয় গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ক্রমশ শীত তার খেলা শুরু করে দিয়েছে। দিনের বেলা রোদের প্রভাবে কিছুটা গরম অনুভূত হলেও রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা, অনেকে দেখা যাচ্ছে গরম জামা গায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির এক বাসিন্দা জানিয়েছেন বিকেলের পর থেকে একেবারে গরম অনুভূত হচ্ছে না। রীতিমতো গায়ে গরম জামা দিতে হচ্ছে।

উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির শতাব্দী প্রাচীন উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের নাম গোটা রয়েছে জেলা জুড়ে। বিশেষ ঐতিহ্য বহন করছে উচ্চতর বালক বিদ্যালয়। দীনবন্ধু মঞ্চের সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই শতাব্দী প্রাচীন স্কুল। আগামী জানুয়ারি মাসের ১৩ এবং ১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব। ইতিমধ্যেই এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি মাসের ১৩ এবং ১৪ তারিখে অনুষ্ঠান হতে চলেছে। উক্ত অনুষ্ঠানকে বাস্তবায়িত করতে ইতিমধ্যেই প্রাক্তন ছাত্রদের নাম নথিভুক্তি শিবির গঠন এবং সামগ্রিক প্রস্তুতি বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। মেয়র গৌতম দেব উক্ত বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। সোমবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উক্ত অনুষ্ঠানকে কীভাবে একটি সম্পন্ন করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ ডিসেম্বর – ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : পারিবারিক কারণে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিশেষ ঝুঁকি রয়েছে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হতেও পারেন।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে পদোন্নতিতে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থে অতিরিক্ত ব্যয় চিন্তার কারণ হতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪২ বার ওঁ শ্রীল ক্ষীভ্যি নমঃ জপ করুন।

মিথুন রাশি : ব্যবসায় বাধা এলেও সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীর প্রতিকূলতা সৃষ্টির দরুন বাধার সম্মুখীন হতে পারেন এবং উপার্জনের অন্য পথ অবলম্বন করতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার ‘ওঃ নমঃ বাসুদেবায়ঃ নমঃ জপ করুন।

কর্কট রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুর থেকে ভালো আচরণ নাও পেতে পারেন। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সঞ্চয়ের সুযোগ আসতে পারে। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায় ঝুঁকি আছে।

প্রতিকার : ৪১ বার প্রতিদিন ‘ওঁ হনুমতে নম’ জপ করুন।

সিংহ রাশি : সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুণীজনের সহায়তায় পারিবারিক সমস্যা সমাধানের উপায় বাহির হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতার দরুন বিপত্তি ঘটতে পারে। হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যে স্বীকৃতি এবং উপার্জনের নতুন দিক উন্মোচনের সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করুন।

তুলা রাশি : দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। অযাচিত মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার ‘ও ভার্গবায় নমঃ’ পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। সঞ্চয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি। সৃষ্টিশীল কর্মে প্রতিভার বিকাশ। ভাই বোনের সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে আলোচনা উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। প্রিয়জনের অনৈতিক কর্ম চিন্তার কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : ২৭ বার প্রতিদিন ‘ওঁ ভূমিপুত্রায় নমঃ’ জপ করুন।

ধনু রাশি : পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা স্বজনের থেকে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা উচিত নতুবা বিপত্তি ঘটতে পারে। সন্তানের আচরণে চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কর্মে সাফল্যের বৃদ্ধি। ভ্রমণ বা বিদেশ যাত্রা আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২১ বার প্রতিদিন ‘ওঁ গুরুওং নয়’ জপ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবা মূলক কর্মে মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়ায় শয্যাসায়ী হতে পারেন।

প্রতিকার : ৪৪ বার প্রতদিন ‘ওঃ প্রাং প্রিং পরা সঃ শ্রেণশরীয় নমঃ’ জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : পরিবারের প্রিয়জনের প্রতি রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। চাকরিতে বদলি বা দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতি, দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। সন্তানের সাফল্যের সুসংবাদ পেতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার ‘ওঁ শিব ওঁ শিব ওঁ’ জপ করুন।

মীন রাশি : যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পারিবারিক আলোচনার প্রয়োজন নতুবা সমস্যায় পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করার প্রয়োজন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি।

কাজের খবর

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় ৯৯৫ অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার (গ্রেড–II/এক্সিকিউটিভ) পদে ৯৯৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনো শাখায় গ্রাজুয়েটা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৫–১২–২০২৩’র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি’রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলা ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ৯৯৫টি (জেনাঃ ৩৭৭, ও বি সি ২২২, তঃজাঃ ১৩৪, তঃউঃজাঃ ১৩৩, ই ডব্লু এস ১২৯)।

চাকরি হবে ভারতের যে কোনো জায়গায়। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা হবে দু’টি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ৬০ মিনিটের পরীক্ষা অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল স্টাডিজ, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউট, রিজনিং অ্যান্ড লজিক্যাল অ্যাপ্টিটিউট, ইংলিশ। প্রতি পার্টে ২০টি প্রশ্ন থাকবে ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে এক নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০ নম্বরের ৬০ মিনিটের পরীক্ষায় ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : প্রবন্ধ লেখা (৩০ নম্বর), ইংরিজি কমপ্রিহেনশন ও প্রেসি লেখা (২০ নম্বর)। পরীক্ষা হবে কলকাতা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে।

প্রথম পার্টের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে কাট অফ নম্বর জেনারেল প্রার্থীদের বেলায় ৩৫, ও বি সি প্রার্থীদের বেলায় ৩৪, ইডব্লুএস প্রার্থীদের বেলায় ৩৫, তপশিলী প্রার্থীদের বেলায় ৩৩ নম্বর পেতে হবে। এই নম্বর পেলে তবে দ্বিতীয় পার্টের উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করা হবে।

প্রথম পার্টে পাওয়া নম্বর দেখে মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীর নাম ধরে দ্বিতীয় পার্টের উত্তরপত্র দেখা হবে। দ্বিতীয় পার্টে ৫০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ১৭ নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পার্টে পাওয়া নম্বর দেখে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারভিউয়ে সাইকোমেট্রিক বা, অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট হবে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ই–মেল করে বা ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় প্রথম পার্ট ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in এজন্য বৈধ একটি ইমেল আই ডি থাকতে হবে।

এছাড়া পাসপোর্ট মাপের ফটো বা সিগনেচার জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ ও রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিং চার্জ বাবদ ৪৫০ অর্থাৎ ৫৫০ (তপশিলী, মহিলা ও প্রাঃসঃকঃ হলে ৪৫০) টাকা ডেবিড কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং কিংবা এসবিআই চালানে জমা দেবেন।

অনলাইনে টাকা জমা দেবেন ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলে ৬২ স্টেনো, গ্রুপ ‘ডি’, অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুল ‘ই ডি পি, সুপারভাইজার’, ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট’, ‘স্টেনোগ্রাফার’, ‘জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট’ ও ‘মাল্টি টাস্কিং স্টাফ’ পদে ৬২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

ই ডি পি সুপারভাইজর : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে ৩ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ২১ টি (জেনাঃ ৭, ই ডব্লু এস ৫, ও বি সি ৬, তঃ জাঃ ২, ত। উঃ জাঃ ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট : যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশযা যোগ্য। কম্পিউটারে অন্তত ৮০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকতে হবে। অফিস প্রোসি 000000ডওর, ড্রাফটিং, নোটিং ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ ৩, ই ডব্লু এস ১)।

স্টেনোগ্রাফার : যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। সেক্রেটারিয়েল প্র্যাক্টিসের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে। কম্পিউটারে ইংরিজি শর্টহ্যান্ডে ঘন্টায় অন্ততঃ ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকতে হবে।

কোনো সংস্থায় স্টেনোগ্রাফির কাজে অন্তত ৩ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ ১, ও বি সি১, তঃউঃজাঃ ১)।

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট : যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। কম্পিউটার ঘন্টায় অন্তত ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনে কাজ করার গতি থাকতে হবে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১৯,০০০–৬৩,২০০ টাকা। শন্যপদ : ১০টি (জেনাঃ ৪, ও বি সি ৩, তঃ উঃ জাঃ ১, তঃ জাঃ ২)।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ : ক্লাস ফাইভ পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১১টি (জেনাঃ ৪, ও বি সি ৪, ই ডব্লু এস ১, তঃ উঃ জাঃ ১, তঃ জাঃ ১)।

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২১–১২–২০২৩’এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি’রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://nios.cbt-exam.in, www.nios.as.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ই ডি পি সুপারভাইজর পদের বেলায় ১,২০০ (তপশিলী হলে ৭৫০ টাকা, ই ডব্লু এস হলে ৬০০ টাকা) অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

জন্ডিসের কারণ

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

জন্ডিস হলে যে চোখ হলুদ হয়ে যায় তা প্রায় সবারই জানা। কিন্তু জন্ডিস আসলে কোনো রোগ নয় এটি একটি উপসর্গ মাত্র। আমাদের রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে ত্বক, চোখের সাদা অংশ বা অন্যান্য মিউকাস মেমব্রেনের রং হলুদ হয়ে যায়। আমাদের রক্তে লোহিত কণিকা বা আরবিসি থাকে এই আরবিসি’র আয়ু আমাদের শরীরে ১২০ দিন অর্থাৎ জন্মের চার মাস পরে আমাদের আরবিসি গুলি ভেঙে যায় এই ভেঙে যাওয়ার ফলে আরবিসি থেকে বিলিরুবিন নামে একটি যৌগের সৃষ্টি হয় আমাদের শরীরে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু আরবিসি ভেঙে পড়ছে আর বিলিরুবিনের সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এই বিলিরুবিন রক্তে তার সাধারণ মাত্রা ০.৫ মিলিগ্রাম থেকে ১.২ মিলিগ্রাম ছাড়ায় না। বিলিরুবিন উৎপন্ন হওয়ার পর লিভার এবং সেখান থেকে খাদ্যনালী হয়ে মলমূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়। প্রত্যেক স্থানে বিলিরুবিন ভাঙতে থাকে এবং রক্তে বিলিরুবিন তার নরমাল মাত্রা ছাড়ায় না। কোনো কারণে এই বিলিরুবিনের মাত্রা যদি ১.৫ মিলিগ্রামের ওপরে চলে যায় তখনই জন্ডিসের উপসর্গগুলি দেখা যায়।

জন্ডিসের কারণ

বিলিরুবিনের যাত্রা পথ অনুযায়ী জন্ডিসের কারণ তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১) প্রি হেপাটিক কারণ অর্থাৎ লিভারে ঢোকার আগে : এক্ষেত্রে লোহিত কণিকা ভেঙে পড়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে জন্ডিস হয়ে থাকে। যেমন বিভিন্ন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এক্ষেত্রে থ্যালাসিমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া এইসব রোগগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন সিস্টেমিক সংক্রমণ, সর্পদংশন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও লোহিত কণিকা বেশি পরিমাণে ভাঙতে থাকে আর রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে জন্ডিসের উপসর্গ দেখা যায়।

২) হেপাটো সেলুলার কারণ অর্থাৎ লিভারের ভিতরে : এক্ষেত্রে লিভারের সমস্যার কারণে জন্ডিস দেখা দেয়। ক্যান্সার, সিরোসিস এইসব কারণে বিলিরুবিন লিভার থেকে খাদ্যনালীতে পৌঁছাতে পারে না এবং জন্ডিস দেখা যায়। হেপাটোসেলুলার কারণের মধ্যে লিভারের সংক্রমণ জন্ডিসের এক প্রধান কারণ। সাধারণ ভাষায় জন্ডিস বলতে আমরা যা বুঝি তা এই লিভার সংক্রমনের ফলেই হয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাইরাস জনিত জন্ডিস। জলবাহিত কারণে হেপাটাইটিস ‘এ’ এবং ‘ই’ হয়ে থাকে। আর রক্তের বা দেহ রসের মাধ্যমে প্রধানত যে জন্ডিস বাহিত হয় তা হল হেপাটাইটিস ‘বি’ এবং ‘সি’। এক্ষেত্রে সংক্রমিত রক্ত বা সিরিঞ্জের মাধ্যমে এবং যৌন মিলনের মাধ্যমে সংক্রমিত রোগীর থেকে হেপাটাইটিস ‘বি’ এবং ‘সি’ ছড়িয়ে পড়ে।

৩) অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস বা পোস্ট হেপাটিক কারণ : বাইল ডাক্টে স্টোন বা টিউমারের কারণে বিলিরুবিন লিভার থেকে বাইল ডাক্টের মাধ্যমে খাদ্যনালীতে যেতে পারেনা। এবং রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে জন্ডিসের সৃষ্টি হয়।

শব্দবার্তা ২৭৩

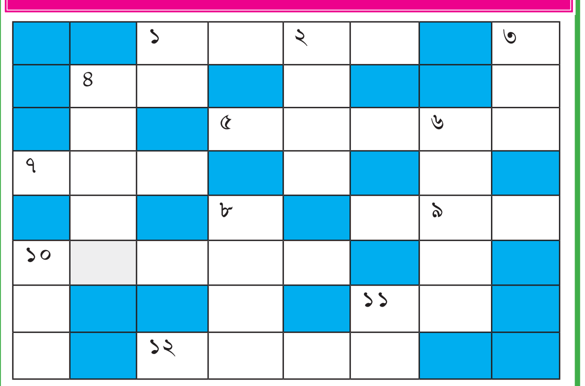

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্রতিধ্বনি ৪। কটু বাক্য ৫। সমসাময়িক ৭। (আল.) হত্যা ৯। কাজের চাপ, খাটুনি ১০। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকায় গঠিত ১১। সময় ১২। বাড়ি তৈরি করা।

উপর–নীচ

১। ভ্রমর ২। খ্যাতি অর্জন করা ৩। সদৃশ, তুল্য ৪। গীতবাদ্য ৬। খেলাচ্ছলে করধৃত পদ্ম ৮। সূর্য ১০। তেজ, প্রচণ্ডতা ১১। বধির।

সমাধান : ২৭২

পাশাপাশি : ২১। অবাক ৪। খাটুলি ৫। গলকম্বল ৬। চোরাবালি ৭। পরিবার ৯। রজনিনাথ ১১। হাটক ১২। টগরা।
উপর–নীচ : ১। অলিগলি ২। কন্টক ৩। তবলাদার ৪। খাপরা ৬। চোখের নেশা ৭। পথহারা ৮। বাচিক ১০। নিকট।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

আমতায় তিল কাছিম উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ নভেম্বর,হাওড়া আমতার ছোটমহরা দাদখালি দ'য়ের কাছে এক তিল কাছিম রাস্তায় উঠে পড়ে।প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের কাছিমকে দেখে শেয়ালে কুকুরে তাড়া করে।ঐ সময় মাঠে কাজ করছিল চাকপোতা গ্রামের কৃষক কাজল মান্না। শেয়াল কুকুরের কান্ড দেখে ছুটে গিয়ে কাজল উদ্ধার করে কাছিমকে।কাছিমকে সযত্নে রেখে কাজল এই প্রতিবেদক মারফৎ খবর দেন হাওড়া বন দফতরে। বন দফতরের হাতে কাছিমটি তুলে দেন কাজল মান্না। উদ্ধার হওয়া কাছিমটিকে বন দফতর নিরাপদ বাস্তুতন্ত্রে ছেড়ে দিয়ে মুক্ত করেন।বন্যপ্রাণ আইনে কাছিম ধরা, মারা, বিক্রি করা ও কাছিমের মাংস খাওয়া দন্ডনীয় অপরাধ।কাজলের মতো সবাই সচেতন ও সজাগ হলে অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী রক্ষা পায়।

আইন ভঙ্গকারীকে দিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি প্রশাসনিক ভবনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী দুইজনকে দিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করিয়ে ২৪ নভেম্বর দুপুরে অভিনব শাস্তি দিলেন সিউড়ি ট্রাফিক ওসি সুমন প্রামানিক। মোটরবাইক নিয়ে আইন ভঙ্গ করে আমোদপুরের শাহিন শেখ। বলেন, জরিমানা করা হয় নি, ট্রাফিক সামলানো করিয়েছে, খুব ভালো লাগল।

বোলপুরে আটক ভুয়ো ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুরে এক ভুয়ো ডাক্তারকে আটক করলো পুলিশ। কোনরকম ডিগ্রী ছাড়াই বোলপুরের বিচিত্রা সিনেমা হলের পিছনে মোহর আবাসনে জীবনকুমার মাজি নামে এক ভুয়ো ডাক্তার চিকিৎসা করছিল বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। উচ্চমাধ্যমিক পাস নিয়েই চলছিল ডাক্তারি। বোলপুর স্ক্যান পয়েন্টের তত্ত্বাবধানে ভুয়ো ডাক্তার চিকিৎসা করে বলে অভিযোগ। চেম্বারের পেছন দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে ওই ভুয়ো ডাক্তারকে ২৩ নভেম্বর আটক করে বোলপুর থানার পুলিশ।

ডাকাতির আগেই অস্ত্র সহ ধৃত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর: আবার বড়সড় সাফল্য পেলো জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত বুধবার জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই বলরাম মন্ডল ও তাঁর টিম গোয়ালবেড়িয়া বাজার এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে দুজনকে। ধৃত দুজন হল মাজিদ মণ্ডল, বাড়ি ডায়মন্ডহারবার থানার বাগদা রাজপাড়া এলাকায় এবং এম ডি নাসির, বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা এলাকায়। মাজিদের কাছ থেকে ১টি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ এবং নাসিরের কাছ থেকে একটি ভোজালি উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্য একটি ঘটনায় বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের নির্দেশে এস আই জয়দেব দাস ও তাঁর টিমের হাতে ডাকাতির আগেই ওইদিনই অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয় এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম আলমগীর গায়েন, বাড়ি বকুলতলা থানার কালিকাপুর গ্রামে। জয়নগর থানার পুলিশ ডাকাতির আগেই আক্রাম গাজী নামে ১ব্যক্তিকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার নয়াপাড়া এলাকায়।

ভরসন্ধ্যায় হার ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভরসন্ধ্যায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ায় ঘটল দুঃসাহসিক ছিনতাই। বাড়ির সামনে থেকে গৃহবধুর গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী।৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ সুতৃষ্ণা মতিলাল এদিন সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎই দুই যুবক মোটর সাইকেল চেপে তার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং গলা থেকে মূল্যবান সোনার হার ছিনতাই করে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যায়।আর আচমকা এই ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়ে ঐ গৃহবধূ।এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষ। ঘটনার কথা জয়নগর থানায় জানালে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। এদিকে স্থানীয় মানুষেরা চান এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সি সি ক্যামেরা লাগানো হোক। তবে প্রাচীন এই পৌর শহরে এই ঘটনা হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতা ভুগছে এলাকার মানুষ।তবে এবিষয়ে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, খুবই দু:খ জনক ঘটনা। পুলিশকে বলেছি নিরাপত্তার দিকটা খতিয়ে দেখতে ।

গঙ্গাসাগরে ভারত সেবাশ্রম থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর কপিলমুনি মন্দিরের কাছাকাছি ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি রুম থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গাসাগর এলাকায়। গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠান। মৃত্যুর কোনো সঠিক কারণ জানা যায়নি। তদন্তে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ জানান, গত ২৫ তারিখে স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি ঘরে এক পুরুষ ও মহিলা থাকার জন্য আসেন। রীতিমতো রেজিস্টার মেনটেন করে তাদের আধার কার্ডের পরিচয় দেখে ঘর দেওয়া হয়েছিল। গতকাল ঘর ছাড়ার কথা, ঘর ছাড়ছে না দেখে সেখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের লোক গিয়ে কেন ছাড়ছে না জানতে গেলে ঘর বন্ধ অবস্থায় দেখতে পান। ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে খবর দেওয়া হয় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানায়। পুলিশ আধিকারিকরা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন এক মহিলা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। পরে জানা গেল তিনি মৃত। এরপরে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন ওই মহিলার সঙ্গীকে। তার কোনো হদিস পাইনি এখনো পর্যন্ত। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ও ভারত সেবাশ্রমের মহারাজরা কিছু বলতে চাননি। ওই মহিলার নাম কিংবা তার পরিচয় ও ঠিকানা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

গোসাবায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে পিটিয়ে খুন, আহত ১, গ্রেপ্তার ৪

সুভাষ চন্দ্র দাশ, গোসাবা : তৃণমূলের এক বুথ সভাপতিকে পিটিয়ে নদীর জলে চুবিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস দলেরই অন্দরে। মৃতের নাম মোছাকুলি মোল্লা (৪২)। মৃতের পরিবারের দাবি তৃণমূলের যুব'রাই খুন করেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন ইজাজ আহমেদ মোল্লা। আহত ইজাজ বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার দুপুরে গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার রাধানগর–তারানগর পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রামে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব রাধানগর এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। সেই সময় কাজের গুণমান ঠিকঠাক হচ্ছে না এবং সিমেন্ট কম দেওয়া হচ্ছে— এমন অভিযোগ নিয়ে ঠিকাদার বাকিবুল্লা মোল্লা ও তার কর্মীদের সঙ্গে গন্ডগোল বাধে স্থানীয় ৮৪ নম্বর বুথের তৃণমূল বুথ সভাপতি মেছোকুলি মোল্লার। অভিযোগ, সেই সময় বাকিবুল্লার লোকজন মোছাকুলি মোল্লাকে লাঠি রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয় নদীর জলে চুবিয়ে খুন করার চেষ্টা করে। সেই সময় মোছাকুলি কে উদ্ধার করতে ইজাজ আহমেদ মোল্লা দৌড়ে যায়। অভিযোগ, তাকেও বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মোছাকুলির লোকজন দৌড়ে আসে। তারা তাদেরকে উদ্ধার করে। গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই বুথ সভাপতির। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাসের নির্দেশে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল জানিয়েছেন, 'বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের ইন্ধনে গোসাবায় এমন খুনের রাজনীতি শুরু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করলে আসল সত্য উদ্ঘাটন হবে। পাশাপাশি দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দিক। না হলে গোসাবা ব্লকে অরাজকতা বেড়ে যাবে।'

আবার এমন খুনের ঘটনায় গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস জানিয়েছেন, একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে গত বৃহস্পতিবার নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারে সঙ্গে দেখা করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল রাধানগর গ্রামে হাজির হন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা, গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল,জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় নির্দেশ মেনে দলের তরফে এদিন মৃত তৃণমূল নেতার পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মৃতের পরিবারের পাশে দল রয়েছে বলে জানান সওকত মোল্লা। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে কাছে পেয়ে মৃতের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। মৃত তৃণমূল নেতার স্ত্রী তাঞ্জিলা মোল্লা বলেন, আমার স্বামীকে যে বা যারা খুন করেছে তারা যেন কেউ ছাড় না পায়।

বিধায়ক সওকত মোল্লা মৃতের পরিবারকে সান্তনা জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বলেন,'যে কোন খুন শোকের বার্তা বহন করে। আমাদের নেতাকে আততায়ীরা খুন করেছে। যে বা যারা এই কাজে যুক্ত তাদের যাতে চরম শাস্তি হয় দল সেই ব্যবস্থা করবে। কারণ আততায়ীদের কোন দল বা জাত হয় না। তারা সমাজবিরোধী।'

গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনে চারটি প্রকল্পের সূচনা করলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরবাসীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও গত রবিবার গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজ, দ্বিতীয় প্লাটফর্ম সহ গঙ্গারামপুর পুনর্ভারা নদীর উপরে একটি রেল ফুট ব্রিজের কাজের শুভ সূচনা করলেন ভিত্তি স্থাপন স্থাপনের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি গঙ্গারামপুর বাসট্যান্ড চত্বরে গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত ব্লক ও পৌর এলাকার প্রায় ২০০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের হাতে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিলেন সুকান্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, তপনের বিধায়ক বধুরাই টুডু, জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ কুমার চৌধুরী ও কাটিহার রেল ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার সহ গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা সহ রেল উন্নয়ন কমিটির সদস্য সহ রেলের আধিকারিকরা। এ বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, এটা দীর্ঘদিন ধরেই জেলা বাসী সহ গঙ্গারামপুরের মানুষদের একটা স্বপ্ন ছিল, আমি দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বিষ্ণয়ের সঙ্গে কথা বলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বালুরঘাট রেল স্টেশন ও গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের বিভিন্ন রকম সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলাবাসীদের স্বপ্ন পূরণ বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। আগামী দিনে আরো এরকম কাজ সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, আপনারা আমাকে এভাবে আশীর্বাদ করবেন যাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে আমি আরও এই ধরণের কাজ করতে পারি। গঙ্গারামপুর বাসিন্দা সহ জেলাবাসীরা এই উদ্যোগে যার–পর–নায় খুশি।

হাসপাতালে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল ইন্ডিয়া গ্লোবাল লিমিটেড নামক সংস্থার অন্তর্গত ১৫২ ওয়ার্ড বয়, ওয়ার্ড গার্ল, হাউস স্কিপিং, নিরাপত্তারক্ষী সিউড়ি সদর হাসপাতালে কাজ করে। নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখ পেরিয়ে গেলেও বেতন না পাওয়ায় হাসপাতালের সামনে ২৪ নভেম্বর বিক্ষোভ দেখিয়ে কর্মবিরতি শুরু করে কর্মীরা। এরফলে বেকায়দায় পড়ে রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। এক রোগী নাজিমা খাতুন বলেন, পরিষেবা পাচ্ছি না। চাদর নেই, বাথরুমে জল নেই। ওয়ার্ডে লোক নেই। ইউএসজি হয় নি। বেতন বাকি আছে কাজ করবে না বলছে। আইএনটিটিইউসির সিউড়ি শহর সভাপতি রাজীব দাস বলেন, কোম্পানি বিভ্রান্ত করছে। হাসপাতালের দশতলায় ১৫২ জন কাজ করে। বেতন না পাওয়া পর্যন্ত কাজ করবে না বলছে। কোম্পানি ফোনের সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে। সুপারকে জানিয়েছি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবো। হাসপাতালের হাউসস্কিপিং কমী তপন চক্রবর্তী বলেন, আমাদের দুইমাসের বেতন বাকি। বেতন না যদি পাই তাহলে আন্দোলন চলবে। হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল বলেন, স্টেট থেকে চেষ্টা করছে। আমরা অনুরোধ করছি কাজ বন্ধ না রাখার জন্য।

উদ্ধার ৩৩ গরু, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুরে নিজের বাড়ি থেকে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে গরুপাচার মামলায় তৎকালীন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। কিন্তু তারপরেও বীরভূম জেলায় থেমে নেই গরু পাচার। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৮ নভেম্বর ভোর পাঁচটা নাগাদ পাচার করার সময় অভিযান চালিয়ে তেত্রিশটি গরু বাজেয়াপ্ত করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। গরুগুলি রাণীগঞ্জ মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সেইসময় গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মল্লারপুর থানার পুলিশ গরুগুলি আটক করে। আটক গরুগুলির কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ৩৩টি গরু বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২ গরু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তৃণমূলের কোন্দল, মার খেয়ে হাসপাতালে দু'পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাঠ চেরাইয়ের মিলে ঢুকে দুই ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের ঢোলা থানার ভগবানপুর এলাকায়। জানা যায়, শনিবার ভগবানপুর এলাকার স্থানীয় একটি কাঠের মিলের মধ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতি ঢুকে কাঠ মিলের কর্মীদেরকে বেধড়ক মারধর করে। আর সেই মুহূর্তের ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দি হয়। যে সিসিটিভি ফুটেছে দেখা যাচ্ছে একদল দুষ্কৃতী বাহিনী ওই কাঠের মিলের মধ্যে ঢুকে দুই ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করছে। তবে এই সিসিটিভি ফুটেজ এর সত্যতা যাচাই করেনি আমরা। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় নিজাম উদ্দিন মোল্লা ও সাজিদুল রহমান মোল্লা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের কুলপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক রঙ লেগেছে। আহত ব্যক্তি নিজাম উদ্দিন মোল্লা ও সাজিদুল রহমান মোল্লার দাবি তারা তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো কর্মী তবে পঞ্চায়েতে সিপিআইএম করার জন্যই ভগবানপুর এলাকার তৃণমূলের সদস্য নইম সাহার ঘনিষ্ঠ মইমুর পিয়াদা ও তার নেতৃত্বে দুষ্কৃতী বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল সদস্য নইম সাহার সাথে কথা বলা হলে তিনি জানায় নিজাম উদ্দিন মোল্লা ও সাজিদুর রহমান মোল্লাই নাকি মইমুর পিয়াদাকে বেধড়ক মারধর করেছে। তিনিও গুরুতর আহত ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে ঢোলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুন্দরবনে শুরু হল বাঘ গণনার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কত? কিংবা বিগত এক বছরে বাঘের সংখ্যা কত বেড়েছে? তা জানার জন্য ২৭ নভেম্বর থেকে সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘ গনণার কাজ শুরু করেছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প (এসটিআর)। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ক্যামেরা বসিয়ে বাঘ গনণার কাজ শুরু করেছেন কর্মীরা। ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি বিশ্লেষণ করে বাঘের সঠিক সংখ্যা ঠিক কত তা নির্ধারণ করা হবে। গত বছর দেশ জুড়ে বাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই নির্ধারণ থেকে জানা গিয়েছিল সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা ১০১টি। উল্লেখ্য প্রতি চার বছর অন্তর দেশে বাঘ গনণার কাজ হয়। তবে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প প্রতিবছরই বাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করে থাকে। সেই কাজই শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে,সুন্দরবন জঙ্গলে এবার ৭৩২ টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।চিহ্নিত জায়গায় মোট ১৪৬৪ টি ইনফ্রা রে প্রযুক্তিসম্পন্ন স্বয়ংক্রীয় ক্যামের বসানোর কাজ চলছে।ক্যামেরা গুলো দীর্ঘ ৩৫ দিন নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো থাকবে। ৩৫ দিন পর সেগুলো খোলা হবে। আরো উল্লেখ্য ,বিগত লকডাউন থেকে একের পর এক বাঘ জঙ্গল থেকে লোকালয়ে বেরিয়ে এসেছিল। পাশাপাশি সুন্দরবন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা ভ্রমণে গিয়ে বার বার বাঘ দেখতে পাচ্ছেন। কখনও জঙ্গলের ধারে। আবার কখনওবা নদী সাঁতরে বাঘ পারাপার হচ্ছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাশাপাশি এবার ২৪ পরগনা বনবিভাগও বাঘ গনণার কাজ করবে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাষ্টিন জানিয়েছেন, 'বিগত কয়েক বছরে বাঘের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। আশা করছি এবার বাঘ গনণায় বিগত দিনের সংখ্যাটা ছাপিয়ে যাবে'।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বাসন্তীর জে, এল, আর, ও'র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সম্প্রতি বাসন্তী থানার প্রাক্তন এম,এল,এ এবং আর,এস,পি নেতা শ্রী অশোক চৌধুরী আমাদের প্রতিনিধির কাছে এক লিখিত অভিযোগে জানান গত ২৪শে নভেম্বর '৭৩ কয়েকজন প্রভাবশালী জোতদার ছ'সাতশো লোক নিয়ে বাসন্তী থানার বিরিহিত বাড়ী মৌজায় শ্রী ধনঞ্জয় নায়েকের প্রায় আড়াই শো বিঘার কাঁচা ও আধ পাকা ধান লুন্ঠন করে ও বিনষ্ট করে। ঐ ঘটনা স্থানীয় পুলিশকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

পুলিসি সাহায্যের অক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায় স্থানীয় জে, এল, আর ও যদি প্রকৃত চাষীকে সনাক্ত না করে তাহলে পুলিশের কিছুই করার নেই। অভিযোগে প্রকাশ এ ব্যাপারে নাকি জে. এল, আর, ও উক্ত জোতদারদের পক্ষ অবলম্বন করায় প্রকৃত চাষী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ কয়েক মাস আগে ঐ জে, এল, আর ও মহাশয় আদালতে গিয়ে শ্রী নায়েকের পক্ষে রায়ও ঘোষণা করেন।

ধান বোনার সময় জমির মালিক হ'ল চাষী আর ধান পাকার পর জমির মালিক জোতদার এ কি রকম ঘটনা! সদর এস. এল. আর. ও'র কাছে স্থানীয় অধিবাসীদের দাবী দরিদ্র চাষীর স্বার্থ রক্ষায় অবিলম্বে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে হবে এবং অসাধু জোতদারদের অত্যাচার বন্ধের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, শনিবার

ফেরিওয়ালাকে বেঁধে রেখে থানায় খবর দিলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাইকের পিছনে শীতের কম্বল, চাদর সহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ফেরি করে বিক্রি করছিল জীবনতলা থানার কালিবাড়ি এলাকার যুবক সামসুল খান।ফেরি করতে করতে বাইক চালিয়ে শনিবার বিকাল নাগাদ হাজির হয়েছিল ক্যানিং থানার ইটখোলা পঞ্চায়েতের উত্তররেদোখালি গাজীপাড়া এলাকায়। অভিযোগ, সামসুল গ্রামে ঢুকেই পাড়ার গৃহবধু, যুবক, যুবতীদের কাছে পাড়ার মস্তান কে রয়েছে? তাদের নাম কি? এবং ফোন নম্বরের খোঁজ খবর শুরু করে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আচমকা এমন কথাবার্তা শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তারা সন্দেহভাজন ফেরিওয়ালা যুবককে একটি লাইটের পোষ্টে বেঁধে রাখে।

ঘটনা নজরে পড়ে এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শাজাহান গাজীর। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ভরসা দিয়ে ক্যানিং থানায় ঘটনার কথা জানান। পুরিশ এসে ওই যুবককে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে।

শাজাহান গাজী জানান, গত ১৫ জুলাই আমাদের বুথ সভাপতি নানু গাজীকে কুপিয়ে খুন করেছিল দুষ্কৃতিরা। গ্রামের মানুষজন এমনিতেই আতঙ্কিত। তারপর বহিরাগত যুবকের এমন আচরণে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়, আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারা তাকে বেঁধে রাখে। ওই যুবক কেন 'মস্তান'দের খোঁজ করছিল? সেবিষয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

খেজুর রসের খোঁজে প্রত্যন্ত গ্রামে শিউলিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকৃত পক্ষে শীতের শুরু ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারি। শীত পড়লেই নানান ধরনের খাবার খাওয়া ও ভ্রমণের বাসনা জেগে ওঠে প্রতি বাঙালির ঘরে ঘরে। তাই শীত শুরু হতেই রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিখ্যাত 'জয়নগরের মোয়া'র বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে। জয়নগরের বিখ্যাত সেই মোয়া তৈরি হয় জয়নগর লাগোয়া বহড়ুতে। একদিকে নলেন গুড়ের স্বাদ আর অন্যদিকে সম্মান। এই দুয়ের উপর ভরসা করে রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে 'জয়নগরের মোয়ার' ঐতিহ্য। নলেন গুড় আসলে খেজুর গাছের রস ফুটিয়ে তৈরি করা হয়। শীতের শুরুতেই গ্রামের শিউলিরা বিভিন্ন খেজুর গাছ পরিষ্কার করে প্রথম খেজুর রস সংগ্রহ করে তারপর আগুনে ফুটিয়ে নলেন গুড় তৈরি করেন। সুগন্ধী যুক্ত সুস্বাদু এই নলেন গুড় আর সুগন্ধ কনকচূড় ধানের খই সহ অন্যন্য উপাদান দিয়ে তৈরি হয় জয়নগরের মোয়া। শীতের সময় পিঠে, পুলি, পায়েস, পাটালী, সন্দেশ, রসগোল্লা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নলেন গুড়ের অপরিসীম চাহিদা। তাই এই হাড়হীম শীতে ভোর হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার শিউলিরা বেরিয়ে পড়েন খেজুর গাছের সন্ধানে। জয়নগরের বহড়ু এলাকার প্রবীণ শিউলী অনন্ত সরদার জানান 'বর্তমানে দেশ সহ দেশের বাইরেও নলেন গুড় এবং জয়নগরের মোয়ার ঐতিহ্যের কদর রয়েছে ব্যাপক হারে। সেই তুলনায় খেজুর গাছের সংখ্যা খুবই কম। তিনি আরো বলেন এই ঐতিহ্য বাংলাকে ধরে রাখতে হলে অবশ্যই খেজুর গাছ লাগিয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন না হলে অচিরে নলেন গুড়ের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে যাবে'। অন্যদিকে, শীতের শুরুতেই সূদুর মেদিনীপুর জেলার বেশকিছু শিউলি ক্যানিং, জয়নগর, বারুইপুর, গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছেন খেঁজুর গাছের রস সংগ্রহের জন্য। শিউলিদের দাবি ঠান্ডা ঠিকঠাক না পড়লে রসের জোগানে ভাঁটা পড়বে। আমরা চাই শীতের মরশুমে সঠিক মাত্রায় শীত পড়ুক যাতে খেজুর রস সংগ্রহে কোনো অসুবিধা না হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২ ডিসেম্বর – ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের শিক্ষা

সুড়ঙ্গের শাপমোচনে স্বস্তি পেয়েছে দেশবাসী। রেখে গেল ভবিষ্যতের ভাবনাও। শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে নানা গালভরা নীতি ও আইন থাকলেও বাস্তবে দেখা গেছে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতির শিকার হতদরিদ্র 'শ্রমজীবি' সম্প্রদায়। কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুখবন্ধ করে দেওয়ার সেই রেওয়াজ থাকলেও মালিক সম্প্রদায়ের লোভ ও উদাসীনতায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গ বিপর্যয় থেকে যে শিক্ষা পাওয়া গেল সে ব্যাপারে ঠিকাদারি সংস্থা, সরকার, রাজনীতিকরা আগামী দিনে এমন বিপর্যয়ের সময় কী পদক্ষেপ নেবেন কিংবা ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তারজন্য কী কী অগ্রিম সতর্কতা নেবেন সে কথা আগামী দিন বলবে।

সরকারি ও বেসরকারি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোলিয়ারি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নানা দুর্ঘটনার শিকার হন বহু শ্রমিক বিভিন্ন সময়। চাসনালা থেকে মহাবীর কোলিয়ারি কিংবা অসংখ্য খোলা মুখ কোলিয়ারিতে হঠাৎ বিপর্যয় নেমে এলে তখন প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে। সাম্প্রতিক সময়ে বহু বহুতল নির্মাণের সময় শ্রমিক মৃত্যুর খবর শ্রমিকদের থেকে পাওয়া যায় অনেক পরে। বহু ক্ষেত্রে প্রমোটার কিংবা মালিক অস্থায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুর তথ্য প্রকাশ্যে সঠিকভাবে আসে না। ভিনরাজ্যে অসরকারি ক্ষেত্রে কাজ করতে যাওয়া শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তাও প্রকাশ্যে আসে না যেভাবে। সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে জাতীয় বিপর্যয়ের জেলা কর্মীরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নানা সময় উদ্ধার কার্যে সাফল্যের নজির রাখলেও বেসরকারি ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটে না। মেট্রো রেল নির্মাণকালেও শ্রমিক নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গ নির্মাণস্থলের ওপরে থাকা বাসগৃহের বিপদজ্জনক অবস্থা ইদানিংকালের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। বৌবাজার মেট্রো রেল নির্মাণের বিপর্যয়ের দুঃস্বপ্ন আজও সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদলের সময় এসেছে। দেবভূমি হিমালয়ের দুর্গমতা দূর করতে হিমালয়ের ওপর যে নির্মম আচরণ চলছে তা সমর্থন যোগ্য নয়। হিমালয়কে যতটা সম্ভব নিরাপদ রাখা প্রয়োজন। শ্রম আইনের দিকটি ভাবার আছে। বিশেষ করে সুড়ঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে যাতে প্রযুক্তিগত গাফিলতি না থাকে এবং বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে যে ব্যাপারে কঠোর হওয়া প্রয়োজন। বিদেশ থেকে যদি যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয় তখন তা যেন যথাযথ হয় এবং যেকোনো উন্নয়ন যেন প্রকৃতির ভারসাম্যের পরিপন্থী না হয় তাও ভেবে দেখার আছে। বেসরকারি ক্ষেত্রেও যাতে 'শ্রমিকবীমা যথাযথভাবে কার্যকর। যায় যে ব্যাপারও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নজরদারি থাকা দরকার। উন্নয়ন হোক সহনাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের স্বার্থহানি করে নয়। প্রকৃতিকে ধ্বংস করলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য। সাম্প্রতিক অতীতে দেবভূমির মেঘভাঙা বিপর্যয় কিংবা সিকিমের ধ্বংস লীলা সতর্ক করেছে বারংবার।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

এমন উপদেশের মধ্যেই সায়ংকাল উপস্থিত হলে সভাস্থ সকলে যথাবিহিত পরস্পর নমস্কারান্তে বিদায় নিলেন। পরদিন সকলে আবার সকলে সম্মিলিত হলে তত্ত্বসভা শুরু হল।

বশিষ্ঠ বললেন, – চিৎ–আকাশে জগৎ দৃশ্যমান হয়। ভ্রমবশতঃ স্বচ্ছ আকাশে স্থানে স্থানে মুক্তা দানার মত দৃশ্য দেখা যায়, স্বচ্ছ নির্মল আত্মায় তেমনই ভ্রমাত্মক জগদাকার দেখা যায়। অজ্ঞানদৃষ্টিতে তা স্থূলভাবে সত্যরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে তা পরমাণুর মত ত্র্যসরেণু দেখা যায় না, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞান না হলে জগতের সূক্ষ্মত্ব জানা যায় না। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন বিষয় যে অসত্য, সেই জ্ঞান হয়, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে জগৎ–শোভার অসত্যতা প্রকাশিত হয়ে ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, তা জানা যায়। স্বপ্নে দেখা নগর এবং বাস্তবে দেখা নগর একইভাবে অসত্য। সত্যদর্শান তাই দৃশ্যমান অসত্য জগৎ কখনও সত্যস্বরূপ চিদাকাশকে অবগুন্ঠনে ঢাকতে পারে না। এই জগতও আকাশের মত নিরাকার ও স্বচ্ছ হিসাবেই আকাশে দেখা মুক্তা দানার মত স্বরূপে অবস্থিত আছে। তোমার দৃষ্টি উন্মোচনের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে এক উপাখ্যান বলি, শোন।

পদ্ম নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী, পরাক্রমী, বিবেকবান রাজার লীলা নামে সর্বগুণময়ী পতিব্রতা স্ত্রী ছিল। লীলা ভাবলেন, জীবন–যৌবন–সুখভোগ যখন ক্ষণস্থায়ী, তখন তার জন্য ধাবিত না হয়ে বরং আমরা স্বামী–স্ত্রী উভয়েই সংযম–জপ–তপ ক'রে অমরত্ব লাভ করি তিনি জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের যথাবিধি আমন্ত্রণ–সমাদর করে মনের ইচ্ছা বললেন। ব্রাহ্মণেরা বললেন, জপ –তপাদি ক'রে কিছু সিদ্ধি পেলেও অমর হওয়া যায় না। লীলা হতাশ হয়ে নিজেই দেবী সরস্বতীর যথাবিধি ব্রতপালন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ব্রতপালনে সরস্বতী দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দান করতে চাইলেন। দেবীর আবির্ভাবে লীলা হৃষ্টচিত্তে সরস্বতীর জয়ধ্বনি ক'রে দুটি বর চাইলেন। 'আমার স্বামী দেহত্যাগ করার পরও তাঁর জীবাত্মা যেন এই অন্তঃপুরেই থাকেন এবং দ্বিতীয়তঃ আমি যখন ইচ্ছা করব তখন যেন আপনাকে দেখতে পারি'।'তথাস্তু' বলে বাগদেবী অন্তর্হিত হলেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ভাগ্যবাদ হল শাঁখের করাত, আসতে যেতে কাটে

নির্মল গোস্বামী

প্রাচীন কালে মানে যখন দেশে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নি তখন কবিরাজদের ঝুলিতে থাকা মকরধ্বজ নামক একটি ওষুধ যে কোনো রোগে প্রাথমিকভাবে প্রয়োগ হতো। এটি একটি সর্বরোগহরা ওষুধ বলে গন্য হতো। বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত। উন্নত মেসিনে রক্তের ফোঁটা ফেলে শরীরের সব রোগের সন্ধান পাওয়া যায়। তাতে ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়। অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হয় না ডাক্তারবাবুদের। ডাক্তারবাবুদের অনেক সুবিধা। কিন্তু আমাদের রাজনীতিকদের অনেক অসুবিধা। জনমত এক পথে চলে না। কোন জনতা কোন ওষুধে যে বশ হবে তার বাঁধাধরা কোন সমাধান নেই। তাই জনতার ভোট পেতে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নেতাদের ঘুরে ঘুরে জনতার মন বুঝতে কালঘাম ছুটে যায়। জনতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল সরকারের গুল ধরা এবং সমালোচনা করা। আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বিরোধী দল ছুঁকছুঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সরকারের ভুল ধরার জন্য। ফলে সরকারের বা সরকারী দলের অনেক হ্যাপা। বিরোধীদের প্রশ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া, কোথাও জন বিক্ষোভ হলে, তাকে প্রশমিত করার সঠিক কৌশল অবলম্বন করা। কারণ জন–বিক্ষোভকে সব সময় ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা সমীচীন নয়। ভোটতো পাঁচ বছর ছাড়া ছাড়া আসবেই। যেখানে সরকারে দোষক্রটিকে চাপা দিতে দলের মুখপত্রদের যারপর নাই পরিশ্রম করতে হয়। তাদের দোষকে আড়াল করার জন্য পূর্বতন সরকারের কাজকর্মের উদাহরণ টেনে এনে চোখে আঙুল দিয়ে বিরোধীদের দেখাতে হয়, দেখ তোমরাও তো বা এই কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলে। ফলে তোমাদের মুখ থেকে সমালোচনা শুনতে রাজী নই। যদিও সরকারের অপকর্ম ও দুর্নীতি এতে ঢাকা যায় না। তবুও ঐ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেবার মতো আর কি? কিন্তু মাছের গন্ধকে কি আর ঢাকা দেওয়া যায়!

রাজ্যে যদি কেন্দ্র বিরোধী দল সরকার চালায়, তাহলে তাদের সুবিধা একটু বেশি। নিজেদের অনেক দোষ বা ব্যর্থতা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে সহজেই চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যেমন পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ বাড়ছে কেন? উত্তর হল সীমান্ত পাহারা দেয় বিএসএফ ফলে সেটা তাদের ব্যর্থতা। গ্রামে এখনও কাঁচা রাস্তা কেন? না সড়ক যোজনার টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। ঝড়বৃষ্টিতে মাটির বাড়ি ভেঙে তিন শিশু সহ পাঁচ জন মারা গেল কেন? না কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করিয়ে পয়সা দেয় নি মোদী। এখনও ১২০০ কোটি টাকা রাজ্যের পাওনা। এই সব প্রকল্পের নামে রাজ্যে যে পুকুর চুরি হয়েছে সেই বিষয়কে জনগণের কাছে আড়াল করার সহজ রাস্তা হল বলকে কেন্দ্র সরকারের গোলের দিকে ঠেলে দেওয়া।

সপ্তাহ দুই আগে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল মালদার এক গ্রামে। গ্রামের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ। ভোট আসে ভোট যায়। প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতির বোঝা বাড়ে। কিন্তু গ্রামের মানুষদের অবস্থার পরিবর্তন হয় না। রাস্তা ক্রমশ যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

৬ কিমি রাস্তা পায়ে হেঁটেই পার হতে হয়। অ্যাম্বুলেন্স তো দূর অস্ত, টোটো ঢুকতে পারে না ঐ রাস্তায়। তাই অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় খাটুলি করে। এতো দিন সব কিছু গা সহা হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একটি ১৯ বছরের অসুস্থ তরুণীকে খাটিয়া বয়ে নিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে মৃত্যু হয়। এই নিয়েই রাজনৈতিক হৈ চৈ শুরু হল। বাদ প্রতিবাদ আন্দোলনের ঝড় উঠল। জেলা পরিষদ, ব্লক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বত্রই তৃণমূল। ফলে কে কার ঘাড়ে দোষ চাপাবে এই নিয়ে যখন দল নাজেহাল, ঠিক তখনই গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী রাজনৈতিক বৈদ্যরাজের মতো সর্বরোগ হরা একটি ওষুধ ঝোলা থেকে বের করে দিলেন। ব্যাস তাতেই কেল্লা ফতে। সব বিরোধীদের চুপ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন খারাপ রাস্তা গাড়ি যেতে পারে না তাই দেরিতে হাসপাতালে নিয়ে আসা এই সবের জন্য ওই তরুণীর মৃত্যু হয় নি। মৃত্যু হয়েছে ভাগ্যে লেখা ছিল বলে। সত্য কথা জোরের সঙ্গে বলা এর আগে কোন নেতার মুখে শোনা যায়নি। আর রাজনীতিতে সত্য যে অচল তা তো সর্বজনবিদিত। জনাব সিদ্দিকুল্লা যে এতো সত্যবাদী তা জানা ছিল না। সব থেকে বড় কথা রাজনীতির থেকেও তিনি যে চরম সত্য থেকে এক চুলও নড়েন নি তার জন্য ধন্যবাদ।

আমরা সকলেই জানি জন্ম–মৃত্যু–বিয়ে— তিন বিধাতা নিয়ে/গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে আমার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না। গীতায় মানবজীবনের সার সত্য লেখা আছে বলেই তো লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে ভাগ্য ছাড়া মানুষের গতি নেই। আমরা অন্য ক্ষেত্রে ভাগ্য মানব। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে মানব না এ দ্বিচারিতা তো মানা যায় না। এই যে বঙ্গে নির্বাচন হলেই মানুষ মরে, ঘর পোড়ে গ্রাম ছাড়া হয় এটাও তো ওদের ভাগ্য বলেই পক্ষান্তরে আমরা মেনে নিয়েছি তা না হলে এর তো পরিবর্তন হতো। সব দলই তো অবাধ নির্বাচনের পক্ষে বলে। তবুও বছর বছর একই ঘটনা ঘটে। একে নিয়তি ছাড়া আর কিই বা বলা যায়। এই যে শিশুরা বল ভেবে বোমায় লাথি মেরে রোজ মরছে অঙ্গনওয়াড়িতে পড়তে গিয়ে বোমায় মরছে এটা কি বোমায় দোষ না শিশুর ভাগ্য। নিশ্চয়ই শিশুর ভাগ্যে লেখা ছিল তাই সে মরেছে। আর আমরা মিছিমিছি রাজনৈতিক দোষারোপে আটকে আছি। কেউ পাশ করেনি, চাকরির পরীক্ষা দেয় নি, সে চাকরি পেল। আর পরীক্ষায় পাশ করা যোগ্য প্রার্থীরা রাস্তায় বসে বছরের পর বছর ধরে, এটা কি ভাগ্যের খেলা নয়? অনেকে বলবে টাকার খেলা। কিন্তু এই যে টাকা খেল দেখাবে এটা তো পূর্ব নিধারিত। চাকরি বিক্রি হবে এটাও পূর্ব নির্ধারিত। বাজারে কে পাবে আর কে না পাবে সেটাও কিন্তু ভগ্যের বদান্যতা। কথায় বলে ভাগ্যে না থাকলে রাজকর্মচারী হতে পারে না। তেমনি এই যে মানুষ খুন হচ্ছে। এর পিছনে কার হাত আছে সেই নিয়ে কত কথা, কত ব্যাখ্যা। আরে বাপু ক্রাইম সায়েন্স বলছে যে, যে খুন হয় তার কাজকর্মের মধ্যেই খুনের কারণ নিহিত থাকে। তার মনে হল যে খুন হয় তার ভাগ্যেই তাকে পরিচালিত করে খুন হওয়ার জন্য। আমরা তার পিছনে রাজনীতি, অর্থ, প্রতিপত্তি এসবের বৃথাই খোঁজ করি। এই যে কামদুনীর মেয়েটাকে নৃশংসভাবে খুন করল ধর্ষণ করে এটা তো ওই মেয়েটার ভাগ্যেরই দোষ। হয়তো পূর্বজন্মের কোন জঘন্য অপরাধের শাস্তি ভোগ করল এই জন্মে। আবার খুনীও সাজা পাবে না– সেটাও তার ললাট লিখন। ফলে সিদ্দিকুল্লাবাবুর মতো অন্য নেতারাও যদি এই ভাগ্যের পক্ষে সরব হতে পারে, তাহলে কিন্তু রাজ্যের অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারে। মানে নিজেদের দোষ স্খালনের এমন সহজ উপায় আর নেই ভাগ্য তত্ত্বটা জনগণকে খাওয়াতে পারলে।

অত্যাচার অবিচারের জবাব দিহি আর কারো কাছে করতে হয় না। মধ্যযুগের শাসকরা কিন্তু এই ভাগ্যতন্ত্রের দোহাই দিয়েই শাসন, শোষণ, অত্যাচার চালিয়ে গেছে। সিদ্দিকুল্লা বাবুরা যদি রাজ্যটাকে সেই পথে চালিত করতে চান তাহলে এই তত্ত্ব ঠিকঠাক কাজ দেবে। তবে মনে রাখতে হবে তাহলে মোদী বা বিজেপির বিরুদ্ধে দোষ দেওয়া যাবে না। ইডি, সিবিআই সম্পর্কে কিছু বলা চলবে না। অভিষেক আর অগ্রিম জামিনের জন্য কোর্টে যেতে পারবে না– কারন ভাগ্য মেনে বসে থাকতে হবে। কোন সরকার কাউকে বঞ্চিত করেছে এ কথা বলা চলবে না। সংখ্যালঘুদের অনুন্নয়নের জন্য কাউকে দায়ী করা যাবে না। সেক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জী এবং আপনারা রাজনীতি করবেন কি নিয়ে? ভেবে দেখেছেন কি? যে ভাগ্যের উপর এতো বিশ্বাস সেই ভাগ্য যে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তা কিন্তু জানা নেই। রাজনীতির ঘূর্ণিঝড়ে যদি সব তদন্তকে ভিন্নমুখী না করতে পারতেন মন্ত্রী সাহেবের নেত্রী তাহলে ভাগ্যের পরিহাসে আজ অনেকে জেলে থাকত, যারা আছে, তা ছাড়া আরো বড় মাথা ধরা পড়ত বলে অনেক বঙ্গবাসী বিশ্বাস করে। ভাগ্য মমতা ব্যানার্জীকে ক্ষমতায় নিয়ে এলেও মমতা যদি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকতেন তাহলে এতো দিনে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যেতেন। সত্যকে বাস্তবকে রাজনীতির কূটচালে বিপথমুখী করাটাই মমতার সাফল্য। দুর্নীতিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়াটাই মমতার কৃতিত্ব। ভাগ্যের দোহাই দুর্বলের লক্ষণ। ভাগ্য না মানাটাই পুরুষাকার।

দেশ দেশান্তরে

এআই চুক্তি

প্রণব গুহ

এমনিতেই ডিজিটাল ভারতবর্ষে সাইবার প্রতারণা ও তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা জেরবার। তার ওপর জুটেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। বর্তমানে নানা বৈদ্যুতিন ডিজাইসে এআই যুক্ত রয়েছে। তার বেশির ভাগেরই সুফল নাকি ভোগ করছি আমরা। এবার এই বুদ্ধিমত্তা আসছে বিস্তৃত পরিসরে। যা নাকি আগামী পৃথিবীর ভোল পাল্টে দেবে একেবারে। শিল্পে দেখা যাবে এর ব্যাপক ব্যবহার। অনেকে বলছেন এখনকার অত্যাধুনিক মোবাইল ফোনটাও এআই–এর কাছে তুচ্ছ। হাওয়াতে স্ক্রিন তৈরি করে নাকি মোবাইলের কাজ করা যাবে। সাইবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সুবিধার সঙ্গে আমাদের কপালে নাকি জুটতে চলেছে অসীম সাইবার ক্রাইমের বোঝা। এআই নিরাপত্তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমেরিকা ইউরোপের পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে সোরগোল শুরু হয়েছে। সকলেই ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং অন্যান্য এক ডজনেরও বেশি দেশ গত রবিবার এক চুক্তি উন্মোচন করেছে যাকে একজন ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দুর্বৃত্তদের থেকে কীভাবে নিরাপদ রাখতে হবে সে সম্পর্কে প্রথম বিশদ আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই চুক্তি দ্বারা কোম্পানিগুলিকে এমন এআই সিস্টেম তৈরি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে যা নকশা দ্বারা সুরক্ষিত।

রবিবার উন্মোচিত একটি ২০ পৃষ্ঠার নথিতে ১৮টি দেশ সম্মত হয়েছে যে এআই ডিজাইন এবং ব্যবহার করছে এমন সংস্থাগুলিকে এটিকে এমনভাবে বিকাশ এবং স্থাপন করতে হবে যা গ্রাহক এবং বৃহত্তর জনসাধারণকে অপব্যবহার থেকে নিরাপদ রাখে।

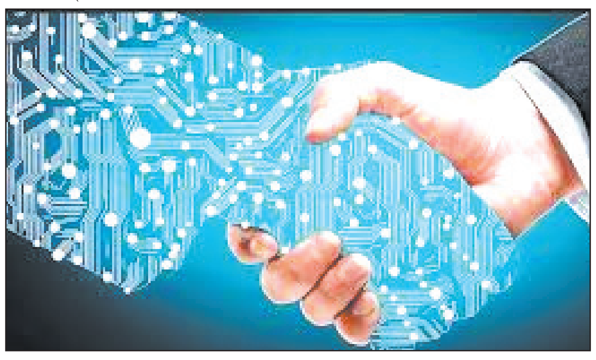

চুক্তিটি বাধ্যতামূলক না হলেও বেশিরভাগ সাধারণ সুপারিশ করা হয়েছে অপব্যবহারের জন্য এআই সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করা, ডেটা টেম্পারিং থেকে রক্ষা করা এবং সফ্টওয়্যার সরবরাহকারীদের যাচাই করার জন্য।

ইউএস সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির ডিরেক্টর, জেন ইস্টারলি বলেছেন, অনেক দেশেরই নাম এই চুক্তিতে থাকার দরকার ছিল কারণ সকলকেই এআই সিস্টেমগুলির নিরাপত্তাকে প্রথমে রাখতে হবে। উল্লেখ্য এআই এর বিকাশ ক্রমবর্ধমানভাবে শিল্প এবং সমাজে ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। ফলে এই চুক্তিটি একটি ধারাবাহিক উদ্যোগের ফসল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন ছাড়াও, যে ১৮টি দেশ নতুন নির্দেশিকাতে স্বাক্ষর করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে জার্মানি, ইতালি, চেক প্রজাতন্ত্র, এস্তোনিয়া, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, চিলি, ইজরায়েল, নাইজেরিয়া এবং সিঙ্গাপুর।

চুক্তির ফ্রেমওয়ার্কটি কীভাবে এআই প্রযুক্তিকে হ্যাকারদের দ্বারা হাইজ্যাক হওয়া থেকে রক্ষা করা যায় সেই প্রশ্নগুলির সাথে কাজ করে এবং উপযুক্ত সুরক্ষা পরীক্ষার পরে মডেলগুলি প্রকাশ করার মতো সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। এটি এআই–এর উপযুক্ত মডেলগুলিকে ফিড করে এমন ডেটা কীভাবে সংগ্রহ করা হয় সে সম্পর্কে প্রশ্নগুলিরও মোকাবিলা করবে।

এআই–এর উত্থান অনেকগুলি উদ্বেগকে উৎসাহিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে, টার্বোচার্জ জালিয়াতি বা অন্যান্য ক্ষতির মধ্যে চাকরি হারাবার ভয়। ইউরোপ এআই–এর প্রবিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে। সেখানকার আইন প্রণেতারা এআই নিয়মের খসড়া তৈরি করেছেন। ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালিও সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত সে বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে যার মধ্যে রয়েছে আচরণবিধির মাধ্যমে বাধ্যতামূলক স্ব–নিয়ন্ত্রণ। যদিও এখন বাইডেন প্রশাসন এআই নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণেতাদের চাপ দিচ্ছে। এমনকি ইউএস কংগ্রেস কার্যকর প্রবিধান পাস করতে সামান্য অগ্রগতি করেছে।

বিরোধী ঐক্য ভেঙে দেওয়াই মমতার সাফল্য

অর্পণ কর

লোকসভার ভোট দুয়ারে কড়া নাড়ছে। ছোট বড় মেজ সবদলই দিল্লির নতুন ভবনে তাদের লোক কীভাবে পাঠানো যায়, মানুষের মন কীভাবে গলানো যায় সেই নিয়ে অন্দর মহলে জোর তৎপরতা শুরু করবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রায় এ ব্যাপারে দেশের মধ্যে সেটিং এর নজির সৃষ্টি করেছে। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে 'সেটিং'–এর আর্বিভাব সে সময়ে না এলেও দিল্লির ইন্দিরা আর এ রাজ্যের জ্যোতি জুটি বিরোধী রাজনীতির গোড়া দুর্বল করে দিয়েছিল। সময় বদলেছে। শহিদমিনার ময়দানে বাজপেয়ী–মমতার হাত ধরাধরি করে থাকার দিন এখন অতীত। এখন 'যাহাই তৃণমূল তাহাই বিজেপি' তত্ত্বের পরিবর্তে 'যাহাই বামফ্রন্ট তাহাই কংগ্রেস এবং তৃণমূল'। সবাই ইন্ডিয়া জোটের মূল্যবান সদস্য–সদস্যা। অর্থাৎ এক ফুল আর জোড়াফুলে থাকা 'অলির কথা শুনে' জনগণ আর হাসবেনা। পুতুল নাচের মত পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনীতির সুতো চলে গেছে দিল্লির জাতীয় নেতাদের আঙ্গুলে। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করি। ইন্ডিয়া জোটের ভূত দেখিয়ে মমতা বিরোধী ভোটকে আর এক হতে দেবেন না আগামী লোকসভা নির্বাচনে। ভোট কাটাকাটির খেলায় মমতা মাঝখান থেকে লোকসভায় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে 'ইন্ডিয়া' জোটে নিজের দলের গুরুত্ব বাড়িয়ে নেবেন। দুর্নীতির সাগরে ডুবে থাকা বাংলায় হেরে যাবে ক্ষতিগ্রস্ত নির্যাতিত বাংলার মানুষ। স্বপ্নভঙ্গ হওয়া যুবসমাজ নানা রঙের রাজনীতির ঘূর্ণিঝড়ে দিশাহীন হয়ে পড়ে থাকবে আগের মতোই। যে রাজ্যের চার মন্ত্রী সহ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা জেলে বসে নিরাপদ দূরত্বে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আলোচনা ও সমালোচনার বিতর্ক শুনে দিন কাটাচ্ছেন সেই রাজ্য সরকার দেশের মানুষের কাছে অনেক ছোট হয়ে গেছে। বাংলার এই ছবি অক্ষুন্ন থাকবে এ রাজ্যের বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে অনৈক্যের অভাবে। ইতিহাস থেকে এরা শিক্ষা নেয় না, সংবাদ মাধ্যমে 'শুট আউট' শব্দের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য দিব্যি পরিচিত হয়ে গেছেন। বগটুই, জয়নগরের মত হাড়হিম কাণ্ডকারখানার পরেও দোষারোপের দেওয়াল তুলে বিরোধীরা তাদের পারস্পরিক ভোট সমীকরণের ঐক্যে এগোতে অক্ষম। সাধারণ মানুষের কান্না তাদের কাছে পৌঁছায় না। বিরোধী দলগুলি কুমীরের কান্না শেষে সব দায় দায়িত্ব ইডি সিবিআইকে দিয়ে বাংলায় নতুন সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখে চলেছেন। ভাবের ঘরে চুরি রাজ্যের ভবিতব্য।

মতামত লেখকের নিজস্ব। সংবাদপত্র দায়ী নয়।

বিয়ে ব্যাঘাতে তথ্যহীন ওয়েবসাইট সত্যতা যাচাই সমস্যায় অভিভাবকরা

দেবাশিস রায়

অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই বিয়ের মরশুম শুরু হয়েছে। কিন্তু, সেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টির অন্যতম দোসর হয়ে দাঁড়াচ্ছে তথ্যবিহীন ওয়েবসাইট। একশ্রেণীর অভিভাবকরা সরকারি চাকুরিতর পাত্র–পাত্রীর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ঢুঁ মারতেই কার্যত হোঁচট খাচ্ছেন। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে ওই পাত্র–পাত্রীদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর উল্লেখ নেই। অথচ সেখানে তাঁদেরই কিছু কিছু সহকর্মীর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী রয়েছে। এই তথ্যগুলি থেকে চাকুরিরত কোনও কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পদ, বয়স, নিয়োগ তারিখ ও কর্মস্থল প্রভৃতি তথ্যাদি একঝলকে সহজেই জানা যায়। যা কিনা পাত্র কিংবা পাত্রীর অভিভাবকদের নির্দিষ্ট সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সহায়ক হয়। কিন্তু, সরকারি চাকুরিরত নির্দিষ্ট পাত্র–পাত্রীদের নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে দীর্ঘদিন ধরে আপলোড না হওয়ার কারণেই অভিভাবকদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। সেই বিভ্রান্তি থেকে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির মতো পরস্থিতি তো তৈরি হচ্ছেই এমনকী, কিছু ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথটাই চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের একটি ওয়েবসাইটেও এই সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী আপলোড না হওয়ার বিষয়টি নজর এসেছে। তারপর থেকেই সরকারি দপ্তরের ওই ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

একটি বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমার গোপালনগর থানা এলাকার জনৈক বাসিন্দা ২০১৪ সালের রাজ্য সরকারি প্যানেল অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরি পেয়েছেন। বছর ত্রিশের ওই যুবক বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের একটি প্রাথমিক স্কুলে সহশিক্ষক পদে কর্মরত। কিন্তু, এতদিন পরেও অভাবনীয়ভাবে ওই অবিবাহিত শিক্ষকের নাম সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড হয়নি। যা নিয়ে বিস্তর বিড়ম্বনার শিকার তিনি। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সার্কেলের জনৈক সাব ইনস্পেকটর জানিয়েছেন, ওয়েবসাইট আপলোড না হওয়ার কারণেই ওই সহকারী শিক্ষকের নাম সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না।

এটা তো শুধুমাত্র একটা উদাহরণ। বিভিন্ন দপ্তরে এরকম আরও উদাহরণ আছে। সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইট আপডেট থাকাটাই দস্তুর। কারণ এর ওপর অনেকেরই ভালো–মন্দ একাধিক বিষয় নির্ভর করে এবং আপডেটহীন ওয়েবসাইট থেকে জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়ানোটাও তো স্বাভাবিক। অন্যদিকে, সেই আপডেট নিয়ে যদি কোনও গাফিলতি থাকে তাহলে তার প্রাথমিক দায়ভার বর্তায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরটির ওপরেই। হিন্দু ধর্মীয় মতে বছরের প্রথমার্ধে ভাদ্র মাস পর্যন্তই বিয়ের লগ্ন থাকে। তারপর বিয়ের লগ্নের তিন মাসের বিরতি। তবে, এই সময় শারদোৎসবের মধ্যেই 'বিয়েপাগল' বাঙালি কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনায় মেতে ওঠে। যুগ যুগ ধরে বাংলা ক্যালেন্ডার বছরের শেষার্ধে অগ্রহায়ণ মাস বাঙালির কাছে চিরাচরিত বিয়ের মাস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তাই বঙ্গদেশ জুড়ে শারদোৎসবের পরপরই অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ের ধুম পড়ে যায়। অতীতে একটা সময় ছিল যখন প্রাথমিকভাবে পাত্র–পাত্রী পছন্দ হওয়ার পর শেষমেশ পণ তথা দেনাপাওনা প্রসঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিয়ের 'পাকাকথা' হত।কিন্তু, বর্তমানে 'পাকাকথা' হচ্ছে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে। যার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল ওয়েবসাইট। অত্যাধুনিক দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থায় চারিদিকে অসংখ্য সাধারণ মানুষ পদে পদে ওয়েবসাইটে তথ্য যাচাইয়ের পথে হাঁটছে। পদে পদে দুর্নীতি, প্রতারণায় জর্জরিত এবং আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্যাদি যাচাই করে নানাবিধ সিদ্ধান্ত নেয়। বিশেষ করে সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটগুলি মানুষ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলে মান্যতা দেয়। কিন্তু, সেই ওয়েবসাইটই যখন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিতে অপারগ হয় তখন সমস্যার অন্ত থাকে না।

সপ্তাহের বাছাই

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

জয়নগরের মোয়ার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য সরকারি উদ্যোগে কনকচূড় ধান চাষ করা হল এবার জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: শীত পড়ে গেছে খাতায় কলমে। তবে এখনো ঠান্ডা নেই বললেই চলে। আর শীতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জয়নগর ও বহড়ুর মোয়ার নাম। যা ছাড়া শীতকে শীত বলে মনে হয়না। আর এই মোয়া তৈরির অন্যতম উপাদান কনকচূড় ধান। এই ধানের খই দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া। কনকচূড় ধান সংগ্রহ করে আনতে মোয়া প্রস্তুতকারকদের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটতে হত। আর এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এল রাজ্যে সরকার কৃষিদপ্তর। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের কৃষিবিভাগ কয়েক মাস আগে আতমা প্রকল্পের আওতায় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছিল কনকচূড় ধানের বীজ ও সার। আর সেই বীজই এবার জয়নগরে চাষ করেছিল কয়েকজন মোয়া ব্যবসায়ী। আর এখন জমি থেকে সেই ধান তোলার কাজের শেষ পর্যায় চলছে। আর তার পরেই শুরু হয়ে যাবে মোয়া তৈরির প্রক্রিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এখন মোয়ার গুণগত মান বজায় রাখাও উপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। তাদের পরামর্শে কয়েক মাস আগে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র, খাকুরদহ, রাজাপুর–করাবেগ এবং চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২০ জন মোয়া প্রস্তুতকারককে কনকচূড় ধানের বীজ, ২৫ কেজি করে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক তুলে দিয়েছিল ব্লকেরকৃষিবিভাগ। কনকচূড় ধানের চাষ মূলত হয় রায়দিঘির কাশীনগর, মন্দিরবাজারের লক্ষ্মীকান্তপুরে। মোয়ার মরশুম শুরুর আগে এসব এলাকা থেকে

ধান নিয়ে গিয়ে তবেই মোয়া তৈরি শুরু হত। এতে খরচও যেমন বেশি পড়ত, তেমনই গুণগত মান বজায় রাখতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হত। এব্যাপারে জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাস জানান, মোয়ার গুণগত মান নির্ভর করে কনকচূড় ধানের উপর। বাজারে এই ধানের ঘাটতি থাকায় অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অন্য ধানের খই দিয়ে মোয়া তৈরি করতেন। এর সমাধানে ব্লক কৃষিবিভাগ কনকচূড় ধানের চাষ প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছিল। সুফলও মিলছে। বহড়ুর আরেক এক মোয়া ব্যবসায়ী গণেশ দাসের কথায় সরকারি উদ্যোগে কনকচূড় ধানের চাষ এলাকায় হওয়ায় এবারে আসল মোয়ার স্বাদ পাবে খাদ্য প্রেমীরা। এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই বলেন, জয়নগর এলাকায় আগে ঠিকমতন কনকচূড় ধানের চাষ হত না। দূরের এলাকা থেকে এই ধানের খই এনে মোয়া তৈরি হত। তাতে খরচ বেড়ে যেত মোয়ার। আর সেই কারণে আতমা প্রকল্পের আওতায় কুড়ি জনকে বীজ, সার ও কীটনাশক দিয়েছিলাম। আর সেই চাষ করা হয়েছে জয়নগরে। আগামী দিনে এই চাষে সহায়তা করা হবে। আর এবারে এই কনকচূড় ধানের খই থেকে তৈরি আসল মোয়ার স্বাদ থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না।

শাসক বিরোধীদের তুলোধনা প্রভাস ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিপিআইএম, কংগ্রেস ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দূর্গ হিসাবে ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের নেতা প্রাক্তন বিধায়ক রবীন মণ্ডল বলে শনিবার জয়নগরে দাবি করেন এস ইউ সি আই সি দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ।তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা, পাথর প্রতিমা কেন্দ্রে তিনবারের বিধায়ক, এসইউসিআই (সি) দলের পূর্বতন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রবীন মণ্ডলের স্মরণসভা হয়ে গেল শনিবার জয়নগরের শচীন ব্যানার্জি– সুবোধ ব্যানার্জি নামাঙ্কিত মাঠে। এদিনের এই সভার প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়ে এসইউসিআই (সি) দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বলেন, তৎকালীন সময়ে গরিব মানুষের সঙ্গে নিয়ে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে গরিব মানুষরা প্রাণ দিয়ে দলের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন, যে ঘাঁটিকে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল সব সময় চেষ্টা করেছে ভাঙার। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন রবীন মণ্ডল। তিনি বিস্তীর্ণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গড়ে ওঠা তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পাথরপ্রতিমা কেন্দ্র থেকে তিনি ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১ সালে পরপর তিনবার নির্বাচিত হন। জনসাধারণ তার কার্যাবলীর জন্য তাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রবীন হুড বলে আখ্যায়িত করতেন।এ দিনের এই স্মরণ সভায় এছাড়াও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সুজাতা ব্যানার্জি, রাজ্য কমিটির সদস্য মাদার নস্কর,জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর,কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার সহ আরো অনেকে। এদিনের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ও বারুইপুর সংগঠনিক জেলার সম্পাদক নন্দ কুন্ডু।জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন এদিনের এই স্মরণসভায়।

নারী পাচার রুখতে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন এলাকায় নারী পাচার বেড়ে চলেছে। কাজের টোপ দিয়ে ভিন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে সুন্দরবনের গরীব এলাকার মেয়েদেরকে। শুধুমাত্র সচেতনতা ও বিকল্প কাজের সন্ধানে এবং গরিব সংসার চালাতে নিজেদের অজান্তেই এরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তবে এই নারীপাচার বন্ধ করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এই বার্তা দিতে গত শনিবার জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতে সুচেতনা ও আলোর দিশারী সংস্থার উদ্যোগে জয়নগর থানার সহায়তায় নারী পাচার বিরোধী পদযাত্রা হয়ে গেল। মানব পাচার বন্ধের উপর বিভিন্ন প্লাকার্ড হাতে বহু নারী, পুরুষ, ছাত্র ছাত্রীরা পদযাত্রায় অংশ নেন। নারীপাচার বন্ধ করতে কি ভাবে সচেতন হতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

কৃষক দিবসে ১০ জন কৃতি কৃষককে পুরস্কৃত করবে কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যানিংয়ের কেন্দ্রীয় লবনাক্ত মৃত্তিকা গবেষণা সংস্থা'র (আইসিএআর) উদ্যোগে বিগত বছরের ন্যায় আগামী ৪ ডিসেম্বর পালিত হবে "কৃষক দিবস"। সেখানে কৃষক দিবসেই সুন্দরবনের ১০ জন সফল বিশেষজ্ঞ কৃতি চাষীকে পুরষ্কৃত করবে আইসিএআর।

উল্লেখ্য, মূলত সুন্দরবন এলাকায় কৃষকরা কি ধরনের চাষ করলে লাভবান হবেন সে বিষয়ে এবং বিশেষ করে সুন্দরবনের মিঠাজলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিভাবে মাছচাষ করে দ্বিগুণ আয় করা যায় সে সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে চলেছে আইসিএআর। পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকায় লবণাক্ত মাটি আর লোনা আবহাওয়ার সাথে লড়াই করে কৃষকদের জীবিকা নির্ধারণ করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ,আলু চাষ,জিয়ল মাছ চাষ,হাঁস–মুরগী

চাষ করে কিভাবে লাভবান হওয়া যায় তার ওপর জোর দিয়েছেন আইসিএআর। আবার কৃষকদের জন্য কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তার সম্পর্কেও কৃষকদের কে অবহিত করে চলেছে এই সংস্থা।

ক্যানিংয়ের কেন্দ্রীয় লবনাক্ত মৃত্তিকা গবেষণা সংস্থা'র প্রধান অধিকর্তা বিজ্ঞানী তথা গবেষক ডঃ ধীমান বর্মন বলেন "কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিবছরই কৃষক সম্মান হিসাবে কৃতি কৃষকদের কে পুরষ্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। চলতি বছর কৃষক দিবসে ১০ জন কৃতি অভিজ্ঞ কৃষক কে পুরষ্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এছাড়াও সুন্দরবন এলাকায় সাধারণ চাষিরা যাতে তাঁদের চাষের উন্নতি সাধন করতে পারেন এবং আর্থিক ভাবে সফল হন সেইজন্য নিয়ে চাষিদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে আইসিএআর।'

চুঁচুড়া বইমেলা শুরু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫তম হুগলি–চুঁচুড়া বইমেলা আগামী ৯ ডিসেম্বর চুঁচুড়া ময়দানে শুরু হচ্ছে। মেলা চলবে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সমকাল ও বিবৃতি পত্রিকার উদ্যোগে এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, কলকাতা বইমেলার ও গিল্ডের সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজা ভট্টাচার্য ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক অর্পিতা সরকার। বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গোপাল চাকী জানালেন, এবছর ৭৪টি নামীদামি বইয়ের স্টল থাকছে। এছাড়া ৪৪টি প্রকাশনী স্টল আসছে। মেলার মূল মঞ্চ গীতিকার সলিল চৌধুরীর নামে হচ্ছে। বইমেলা প্রবেশ পথ বাম আমলের হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অমিয় নন্দী নামে রাখা হচ্ছে। থাকছে ক্যুইজ, মেলায় সেলফি তোলার একটা জোন রাখা হয়েছে। এই মেলার সহযোগিতায় রয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া। ২৭ নভেম্বর সকালে জ্যোতিষচন্দ্র ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় প্রতিবছরের মতো এবারও ৬২ জনছাত্রছাত্রীকে বিজয় মোদক ও অনিল বসু মেধা বৃত্তি প্রদান করা হবে। মেলায় কোনও এন্ট্রি ফ্রি থাকছে না। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বদরুল হাসান, কার্যকারী সভাপতি ডক্টর অক্ষয় আঢ্য, যুগ্ম সম্পাদক গোপাল চাকী ও বিজয় মুখার্জী।

ছাত্রের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো উস্তি থানার দেউলা হাটপুকুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার সরচি অম্বিকা চরণ হাইস্কুলের হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়তো সজল মন্ডল। হঠাৎ করেই বাড়ির মধ্যে থেকে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে সজলকে। দীর্ঘদিন ধরে সজলের বাবা উদয় মন্ডলের সাথে তার দাদা বিজয় মন্ডলের জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। এমনকি কিছুদিন আগেও অদ্ভুতভাবে তার বাড়ির মধ্যে থেকে বিষ মাখানো ভাতও উদ্ধার হয়। বিবাদের জেরেই ভাই সকলকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে অনুমান পরিবারের লোকজনের। থানা ঘেরাও করে খুনির শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে মৃত ছাত্রের পরিবারের লোকজন।

গুটকা বিক্রি বন্ধ করতে অভিযান নিমপীঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে নিমপীঠ এলাকায় জনবহুল মোড়ে, স্কুল ও হাসপাতালের সামনে নেশার সামগ্রী বিক্রি ও সেবন করা আটকাতে বিশেষ অভিযান করা হয়।এদিন জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের এই বিশেষ অভিযানের টিমে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বকুলতলা থানার পুলিশ উপস্থিত ছিল। বুধবার এই বিশেষ টিম

জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতাল এলাকা, নিমপীঠ আশ্রম মোড়,মার্কেট মোড় এলাকার বিভিন্ন দোকানে ভিজিট করেন, বিড়ি, সিগারেট, গুটকা জাতীয় জিনিস দোকানে বিক্রি, নাবালকদের হাতে এই সব জিনিস তুলে দেওয়া বন্ধ করতে ফাইন করা হয় এবং এই জাতীয় জিনিসের ব্যবহারের কুফলের উপর সচেতন করা হয়। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে বলে জানানো হয়েছে।

ছাত্র–যুবদের

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ যুব আধিকারিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাজিরা খাতুনকে এই প্রসঙ্গে মতামত জানার জন্য ফোন করেছিলাম। উনি জানান, দেখুন কেন উৎসব কর্মসূচি হচ্ছে না সেটা বলতে পারব না আমরা আবেদন করছি দপ্তরকে শুধুমাত্র এটাই বলতে পারি। তিনি বিস্তারিত কোন কিছু বলতে চান নি।

প্রতিবেদকের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, আমার নম্বর কোথা থেকে পেলেন? প্রতিবেতকের উত্তর ছিল সূত্র মারফৎ। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি রাজেশ কুমার সিনহার দপ্তরে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয় তিনি এখন দপ্তরে নেই। দপ্তরের মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেন নি।

গয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

প্রথম পাতার পর

যে পান্ডাদের অত্যাচার রুখতে এই আশ্রম গড়ে উঠেছিল ১০০ বছর পর সুষ্ঠুভাবে তীর্থ কাজ পরিচালনা করার জন্যে গয়া তীর্থক্ষেত্রের পান্ডাদেরই সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ থেকে। এছাড়া ১০০ বছর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল শোভাযাত্রা, ধর্মীয় সম্মেলন, ধর্মীয় প্রবচন, পূজারতি সহ নানা অনুষ্ঠান।

উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, সহ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ, প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, যুগ্ম সম্পাদক স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজ, গয়া শাখার সঞ্চালক স্বামী ধ্যানেশানন্দজী মহারাজ প্রমুখ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, তীর্থযাত্রীদের সেবাদানের পাশাপাশি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আদর্শ ও প্রদর্শিত কর্মকান্ড সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

আবাসন যোজনায়

প্রথম পাতার পর

আর এর সহযোগিতা করেছিল বিডিও অফিস ও পঞ্চায়েতের কিছু অসৎ আধিকারিক।

তবে এই বিষয় নিয়েই ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর। তিনি জানান, জল ছাড়া যেমন মাছ থাকতে পারে না ঠিক তেমনি দুর্নীতি ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস থাকতে পারে না।

অন্যদিকে, এই আবাস দুর্নীতি নিয়ে আদালতে দারস্থ ব্যক্তির দাবি, তিনি এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এর দপ্তরে আরটিআই করলেও কোন গুরুত্ব দেয়নি ব্লক প্রশাসন।

অবশেষে আদালতের নির্দেশে এখন তালিকা প্রকাশ করে তদন্ত করছে। তবে শুধুমাত্র নগেন্দ্রপুরই নয়। গোটা রাইদিঘি বিধানসভা জুড়েই এরকম ভুরি ভুরি আবাস দুর্নীতি রয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের। আর এই বিষয়ে স্বীকারও করে নিয়েছে রায়দিঘির বিধায়ক অলক জল দাতা। তবে দোষীরা কি প্রকৃত শাস্তি পাবে নাকি গরিব মানুষ আরো গরিব হবে আর শোষণ করে যাবে শাসক এ নিয়েই উঠছে প্রশ্ন?

লঞ্চ নেই

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও নমামী গঙ্গে প্রকল্পে যখন গঙ্গা দূষণের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে, তখন নুঙ্গী ফেরিঘাটের আবর্জনার স্তূপ দেখলে অবাক হতে হয়। এই প্রসঙ্গে মহেশতলার বিধায়ক তথা মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস বলেন, পরিবহন দপ্তরে কথা বলেছি, শীঘ্রই ওরা লঞ্চ দেবে। আর যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও শৌচালয় যাতে খুলে দেওয়া হয়, সেটি দেখছি।

রাজনীতির দুর্গন্ধে

প্রথম পাতার পর

এখন বিধানসভায় জড়ো হয়ে কালো পোশাক পরে জবাব দেয় বাঙালি, থালা বাজিয়ে হট্টগোল করে। আগে বাঙালি তার জবাব দিত কৃষ্টি সংস্কৃত দিয়ে। বেশ কয়েক মাস এভাবেই আকচা–আকচি চলবে। তবে সেই ভাগাড় মানচিত্রে বাংলার পবিত্র আইনসভাকে যুক্ত করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

নাগরিকত্বকে কেন্দ্র করে মতুয়া গড়ে বিজেপির পুনরুত্থান প্রশ্নের মুখে

প্রথম পাতার পর

তবে বর্তমানে এই রাজ্য সরকারের পচন ধরেছে। আমরা চাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই সরকারে পতন হোক। আর সিএএ প্রসঙ্গে বলি, আজ হোক বা কাল রাজ্যে সিএএ লাগু হবেই। কারণ আইন যখন পাস হয়েছে, তখন তা কার্যকর হওয়া রোধ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টে মামলার নিষ্পত্তি হলেই তা কার্যকর হবে।' বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক চন্দ্রকান্ত বলেন, 'শেষের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করি, নাগরিকত্ব আইন সংশোধন হয়েছে এবং পাসও হয়েছে। তবে আদালতে যেহেতু এটি এখনও বিচারাধীন তাই এটি লাগু করার জন্যে মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার অপেক্ষামাত্র। আজও অমিত শাহ ধর্মতলায় বলেছেন যে, সিএএ লাগু হবেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতের সংবিধানের উপর আমাদের সরকার ও আমরা সবাই দায়বদ্ধ। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতির উপরই সব নির্ভরশীল। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে গেলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই আঘাত করা হবে। আর তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ও ইডি স্বতন্ত্র সংস্থা। সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণ এদের উপর থাকে না। সেক্ষেত্রে তাদের কাজের গতি প্রকৃতি কি, তা বাইরে থেকে আমাদের বলা কঠিন।'

বিজেপির বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মানস দে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'প্রথমত তদন্তগুলো প্রসঙ্গে বলি, তদন্ত বিজেপি দল করছে না। এমনকি ইডি সিবিআইও নিজের ইচ্ছায় করছে না। তদন্তটা আদালতের নির্দেশেই তদন্তকারী সংস্থাগুলো করছে। কিছুদিন আগে কোর্ট ইডি–সিবিআইকে ছমাসের সময় বেঁধে দিয়েছে। এরমধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। তার জন্য কোনও বিশেষ বেঞ্চ গঠিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আদালতের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তারা তা করবে। আর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে বলি, এই যে সব খুন খারাপি হচ্ছে, এতে দেখা যাচ্ছে প্রায় সব ক্ষেত্রে শাসক দল নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে এবং নিজেদের লোককেই মারছে। এটা তৃণমূলেরই গৃহযুদ্ধের ফসল। আর সিএএ লাগু হওয়া, সে তো শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এটা লাগু হবেই। এতে কোনও দ্বিমত নেই।'

অন্যদিকে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বা পর্যবেক্ষণে বলতে পারি, রাজ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটটা একরকম ধর্মের ভিত্তিতেই হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক পরিকাঠামো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে আমাদের রাজ্যে প্রকাশ্যে না হলেও তলে তলে একটা ধর্মীয় মেরুকরণ তৈরি হয়েছে। ফলে হিন্দুদের একটা বড় অংশের সমর্থন থাকবে বিজেপির দিকে আর মুসলমানদের বড় অংশের সমর্থন থাকবে তৃণমূলের দিকে। এমনটাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। আর তদন্তকারী সংস্থাদের কোর্ট মামলার তদন্ত দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিলেও আমার মনে হয় না নির্বাচনের আগে তা সম্ভব হবে। কারণ দুর্নীতির শিকড় যে কত গভীরে তা এখনও পরিষ্কার নয়। আর নৈরাজ্য প্রসঙ্গে বলা যায়, একটা দল বড় হয়ে গেলে তার শাখা প্রশাখার বিস্তার হয়। সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেই পারে। তবে তা নেতৃত্বকেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষ বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ মুখ চাইছে। আর নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, এটার উপর মতুয়াগড়ে বিজেপির পুনরুত্থান অনেকাংশে নির্ভরশীল। আগামী ৬ ডিসেম্বর সিএএ মামলাটা নিষ্পত্তি হওয়ার একটা সম্ভাবনার কথা আছে। না হলে নমশূদ্র, মতুয়া বা উদ্বাস্তু মানুষ যারা আছে তারা আশাহত হবে। আসলে মতুয়ারা রাজ্যে ৭৬টি বিধানসভা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ লাগু না হলে মতুয়া ভোট ভাগ হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। মতুয়া মহাসঙ্ঘের পরিচয়পত্র একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি এবং একটা পরিচয়ের বাহক। কিন্তু এটা নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না বা সিটিজেনশিপ কার্ডের পরিপূরক হতে পারে না। ফলে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ করতে হবে কেন্দ্রকেই। অতীতে বিজেপিকে সমর্থন করে মতুয়ারা নানাভাবে শাসকদলের আক্রমণ ও হেনস্থার শিকার হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিজেপির কোনও নেতৃত্বকেই পাশে পায়নি তারা। একারণে তারা দ্বিধাগ্রস্থ। ফলে কেন্দ্র নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থান সুনিশ্চিত না করলে বিজেপির পক্ষে নমঃশূদ্র, মতুয়া উদ্বাস্তুদের সমর্থন নিয়ে যথেষ্ট শংসয় আছে বলেই আমি মনে করি।'

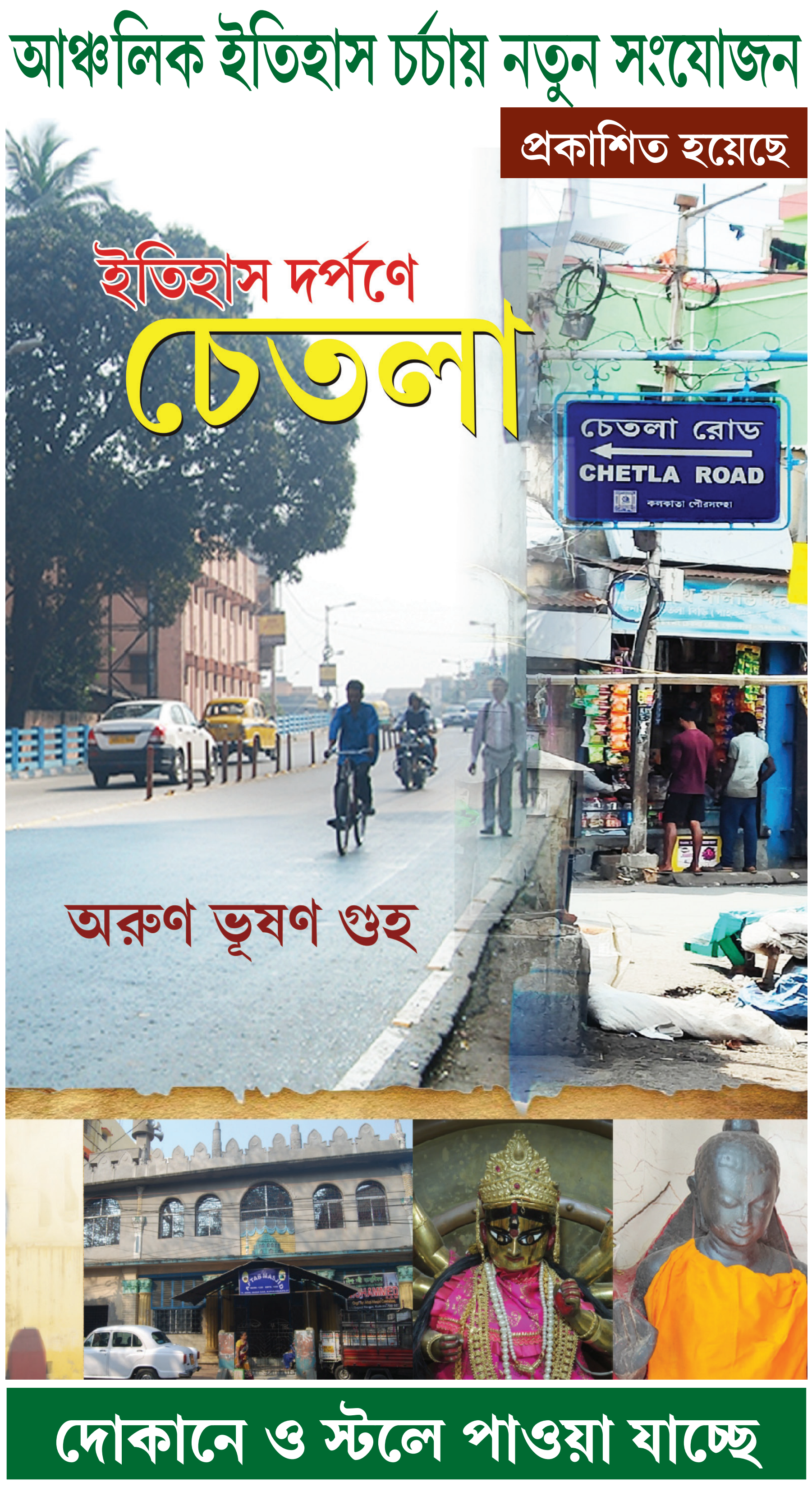

মহানগরে

বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চের বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার ২৬ নভেম্বর কলকাতার শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল সভাগৃহে মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকা ও বঙ্গভূমি পত্রিকার যৌথ আয়োজন বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চের বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এতে প্রায় দুই শতাধিক কবি, সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অসমের কবি মহারাজা নিহাররঞ্জন দেবনাথ। এছাড়া ছিলেন সমাজসেবী অল বেঙ্গল মেনস ফোরামের চেয়ার পারসন নন্দিনী ভট্টাচার্য। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা ও লেখক অভিজিৎ পাল চৌধুরী। অতিথির আসনে ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গবেষক ইতিহাসবিদ ডক্টরেট সর্বজিৎ যশ। কলকাতা সিটি কলেজের উপাধ্যক্ষ মহীতোষ গায়েন, প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়, মহিত লাল মজুমদার, কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের যোগ্য উত্তরসূরী মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ প্রামাণিক, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ও সমাজসেবী। অনুষ্ঠানের যুগ্ম সম্পাদক অর্ণব দত্ত এবং সহদেব দলুই-এর সহযোগিতায় বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চের অনুষ্ঠানে কবি সাহিত্যিকদের রাণী ভবশঙ্করী রৌপ্য পদক সম্মান, কৃত্তিবাস সম্মান, অন্নদামঙ্গল সম্মান, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কবিকে বনফুল সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এদিন কিছু অসহায় দুঃস্থদের শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে শীতবস্ত্র ও খাদ্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে 'সাহিত্য ধারা' নামক একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়।

পরিবেশ বান্ধব কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদপ্তর তাদের জাতীয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন চত্বরে 'পরিবেশ বান্ধব কর্মক্ষেত্র' সম্পর্কিত একটি দুদিনের কর্মশালার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সনদপ্রাপ্ত গাণনিক এবং বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত ও কলকাতা উচ্চ আদালতের আইনজীবী কল্লোল গুহঠাকুরতা। দুজনেই তাঁদের বক্তব্যে পরিবেশ সচেতনতা এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষার ওপর জোর দেন। সুভাষ দত্ত বলেন, 'বিদ্যুতের ব্যবহার যত কম করা যায় ততই ভালো, কারণ প্রতিটি একক (ইউনিট) বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রচুর পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড এবং কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশ্রিত হয়। দিনের আলো থাকতে থাকতেই আমাদের যতটা সম্ভব কাজ সম্পন্ন করে নেওয়া উচিত। আইনজীবী কল্লোল গুহঠাকুরতা বহুক্ষেত্রে পরিবেশগত সচেতনতা বজায় রাখার জন্য দপ্তরের আলো, পাখা, কম্পিউটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, ফ্রিজ ইত্যাদির প্রয়োজন ফুরোলেই সুইচ বন্ধ করে রাখার পরামর্শ দেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে বছরে অন্ততঃ দুটি করে গাছের চারা লাগানোর প্রস্তাব দেন। কর্মশালার সমন্বয়কারী ছিলেন শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুদেষ্ণা লাহিড়ী।

পর্ণশ্রীতে চলছে বেআইনি কারখানা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকায় কলকাতা পৌরসংস্থার গোচরে থেকেই কোনও রকম সরকারি অনুমোদন না নিয়েই বেআইনি কারখানার নির্মাণ হয়েছে এবং প্রায়ই কারখানা গুলি মোটা অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরও হচ্ছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার পর্ণশ্রী এলাকার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত উপেন ব্যানার্জী রোডস্থিত রাজ্য মন্ত্রিসভার 'রিফিউজি রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে'র অধীনস্থ আর.আই.সি.(রেগুলেটেড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি) কম্পাউন্ডের ভিতরে প্রায় ৭ বিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরণের বেআইনি কারখানার নির্মাণ রয়েছে। যার কোনও রকম সরকারি অনুমোদন নেই এবং প্রায়ই কারখানা গুলি মোটা অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরও হয়ে চলেছে। এরই সঙ্গে আবার কলকাতা পৌরসংস্থাকে সর্বপ্রকার অন্ধকারে রেখেই কোনও কর প্রদান ছাড়াই বেআইনি ভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ তারা ব্যবসাও চালাচ্ছে। অথচ কলকাতা পৌরসংস্থা প্রতিনিয়ত তাদের সমস্ত রকমের পৌর পরিষেবা দিয়ে চলেছে। এবার উক্ত বিষয়টি স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্রের গোচরে আসতেই তিনি পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন এরূপ ঘটনার কারণ কী?

উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, বেহালার পর্ণশ্রী এলাকার উপেন ব্যানার্জী রোডস্থিত আর.আই.সি. নামে পরিচিত এলাকাটিতে বর্তমানে ২৮ টি কারখানা আছে। এলাকাটি রাজ্য সরকারের অধীন। ইতিমধ্যে দু'বার অফিসিয়ালি লিকুইডিটর'কে চিঠি দেওয়া হয়েছে, বকেয়া কর পরিশোধ করার জন্য। ওরা জানিয়েছে যে বর্তমানে বিষয়টি মহামান্য উচ্চ আদালতের বিচারাধীন। এবং কলকাতা পৌরসংস্থাকে রাজ্যের উচ্চ আদালতে আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহানাগরিক জানান, কলকাতা পৌরসংস্থার আইন বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী ওই এলাকাস্থিত সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থা গুলিতে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত এলাকায় অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে। বিভাগীয় পরিদর্শন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্থার লিজ এগ্রিমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। অবিলম্বে হেয়ারিং নোটিশ দেওয়া হবে। আর আমাদের কলকাতা পৌরসংস্থার আইন বিভাগকে ইতিমধ্যেই পরামর্শ দিয়েছি যে, আমরা যাতে উচ্চ আদালতে এটার একটা পার্টি হতে পারি, সেজন্য আদালতে একটা আবেদন করার জন্য।

এবং দ্বিতীয়ত, যেহেতু এটা রাজ্যের উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুর্নবাসন দফতরের জমি, তা-ই রাজ্যের যে 'ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস ডিপার্টমেন্ট' আছে সেখানে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টি জানানোর জন্য যে, তাদের কাজ থেকে এগুলি অফিসিয়ালি লীজ নেওয়া হয়েছে, না কী দখল করে নিয়েছে! কারণ ডিপার্টমেন্ট যেটা আর.আই.সি.। আর.আই.সি. একটা আলাদা সংস্থা। যারা বিভিন্ন সংস্থাকে জমি গুলি লিজ দেয়, রাজ্যে কারখানা করার জন্য। সেখানে এটার স্ট্যাটাস রিপোর্টটা কী সেটা আনলে তারপর কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে তাদের নোটিশ দেওয়া হবে।

গিফ্টেড প্লট বিল্ডারের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী যে কোনো কর্ণার প্লট এলাকায় ছোটও বাড়িই হোক বা কোনো বড়ো বিল্ডিং নির্মাণের সময়, 'কর্ণার এরিয়া' কর্পোরেশনকে গিফ্ট করতে হয়। এবং ওই গিফ্টটি করাও হয়। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, নতুন বিল্ডিং তৈরির পর সার্ভে ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থাকে গিফ্ট করা, ওই 'কর্ণার এরিয়া'কে বাগান হিসাবে দেখিয়ে জায়গাটা বিল্ডার বা বাড়ির মালিক নিজের দখলে রেখে দিচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মনীষা বোসের প্রশ্ন দিনে দুপুরে এমন দখলের ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থার আইনানুযায়ী কী করণীয়?

এ পরিপ্রেক্ষিতে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, এটা ঠিক, এই সমস্যাটা নিয়ে এর আগেও বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টকে অনেক সময় এ বিষয়টা নিয়ে সতর্ক হওয়ার কথা জানিয়ে ছিলাম। যারা বিশেষ করে চালাক প্রোমোটার বা ডেভলপাররা তারা 'কর্ণার এরিয়া' কলকাতা পৌরসংস্থারকে গিফ্ট করে আবার নিজেরা চালাকি করে নিয়েও নিচ্ছে। কেবল 'কর্ণার এরিয়া' নয় অনেকগুলি ক্ষেত্রে আমাদের যে রাস্তার প্রস্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নিজ প্লটের রাস্তার দিকের কিছু জায়গা কলকাতা পৌরসংস্থাকে গিফ্ট করে বিল্ডিংয়ের 'ফ্লোর এরিয়া রেশিও'(এফএআর) নিয়ে আবার সে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। এবিষয়টি যেটা এতদিন ধরে চলছে। আবার 'সার্ভে ডিপার্টমেন্ট' ডেভেলপারদের ওটাতে বিউটিফিকেশনের জন্য লীজ দিয়ে দেয়, সেজন্য একটা টাকাও নিয়ে নেয়।

মহানাগরিক বলেন, এখানে একটা আইন করা উচিত। 'কর্নার স্পট' গিফ্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে ওটা দিয়ে দেওয়া উচিত। ওই ডিপার্টমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা চওড়া করে দেবে। কারণ 'কর্ণার স্পট' কলকাতা পৌরসংস্থা জমি গিফ্ট নিচ্ছে কেন? কারণ রাস্তা একটু চওড়া হলে যাতে ডানদিকের গাড়িটা বামদিকের গাড়িকে দেখতে পারে। বা বামদিকের গাড়িটা ডানদিকের গাড়িকে দেখতে পারে। যাতে ওখানে বড়ো বিল্ডিং হয়ে গেলে 'অ্যাকসিডেন্ট' থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এজন্যই কলকাতা পৌরসংস্থা কর্ণার প্লটের গিফ্ট নিয়ে থাকে। সুতরাং এরপর থেকে যাতে কোনোভাবেই আবার সেই মালিকানাতে না দিয়ে এটা কলকাতা পৌরসংস্থা রাখতে পারে এবং কর্ণার প্লট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাটাকে চওড়া করে দেবে। সেজন্যই কর্ণার প্লটের গিফ্ট নেওয়া। মহানাগরিক নয়া পৌরপ্রতিনিধি মনীষা বসুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মনীষা বসু একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। এই প্রশ্নের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা একটা নয়া পলিসি তৈরি করল।

ধর্মঘট সত্ত্বেও গ্রামীণ এলাকার রেশন দোকান খোলা থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইজ সপ ডিলার্স ফেডারেশনে'র ডাকে আগামী বছরের পয়লা জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতবর্ষব্যাপী রেশন দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। যদিও উক্ত সংগঠনের সারা বাংলায় মোট সদস্য সংখ্যা দেড় হাজার থেকে কমবেশি বাইশশো। তাও আবার সকলেই এ রাজ্যের শহরকেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমানে গ্রামীণ এলাকাভুক্ত সারা বাংলার ১৮,৭৬৫ জন রেশন সপ মালিক 'ওয়েস্ট বেঙ্গল এম.আর.ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামক সংগঠনের সদস্যসদস্যা। আর এই এম.আর.ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারা উক্ত ডিলার্স ফেডারেশনে'র ডাকা ধর্মঘটে সামিল হবেন না। অ্যাসোসিয়েশনে'র এ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজী হাসান উল্লাহ লস্কর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বাংলার গ্রামীণ এলাকার রেশন দোকান যথারীতি সরকারি নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে রেশন দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হাজী হাসান লস্কর বলেন, আমাদের সংগঠনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলার রেশন দোকানদারদের সার্বিক সমস্যা এবং মৌলিক দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত বাংলার রেশন দোকানদার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য উচ্চ পর্যায়ে আধিকারিক মহাশয়দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এরই সঙ্গে গত ২৪ নভেম্বর রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকে সংগঠনের মৌলিক দাবি-দাওয়া স্মারকলিপি প্রদান করে আলোচনা করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আশাবাদী তারা বাংলার রেশন দোকানদারদের উপযুক্ত কমিশন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান করার জন্য সচেষ্ট হবে। কারণ ২৪ নভেম্বর স্মারকলিপি প্রদান কালে মন্ত্রী মহাশয় সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে সে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই সার্বজনিক রেশন ব্যবস্থা চালু আছে।

হাজী হাসান লস্কর আরও বলেন, বাংলার গণবন্টন ব্যবস্থাকে বানচাল করতে কিছু ব্যক্তি বিশেষত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে বাংলার রেশন ব্যবস্থা নিয়ে অস্থিরতা করার প্রয়াস নিয়েছেন। আপনাদের কী কোনও ফোন নম্বর আছে? সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে এম.আর.ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি পরেশ নাথ হাজরা বলেন, তিনি আরও জানান, আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা' পিএমজিকেওয়াই'য়ের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে গরিব মানুষকে বিনামূল্যে পাঁচ কিলোগ্রাম করে চাল ও আটা সরবরাহ করা হবে।

লেন্স বার্তা

কর্মসন্ধান : ৩০ নভেম্বর বেলুড়ে অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে রোজগার মেলা।

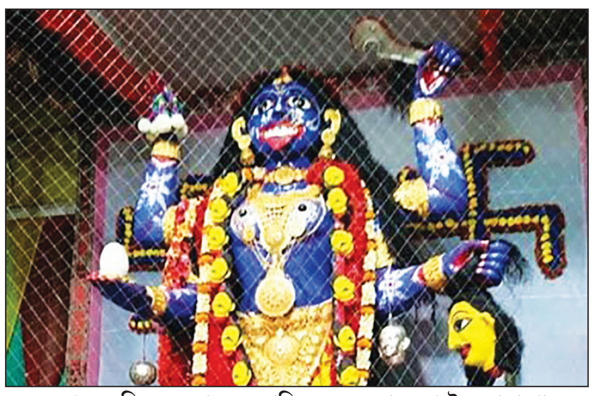

জয় মা : ১ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে পূজিত হলেন বালুরঘাটের বোল্লা গ্রামে দ্বিতীয় বৃহত্তম ও ঐতিহ্যপূর্ণ মাতা 'বোল্লা রক্ষা কালী' বা "বোল্লা" কালী।

জীবনদান: রক্তদানের মাধ্যমে বিএসএফ-র ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন হলা কলকাতা ও মালদায়

আর্তসেবা : ইস্কন আয়োজিত শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় পুরীতে চলছে ২৪ ঘণ্টার মেডিক্যাল ক্যাম্প। চিকিৎসক হিসাবে পরিষেবা দিচ্ছেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ তথা ইস্কনের সদস্য ডাক্তার সুবোধ চৌধুরী।

এখানে ওখানে

রসপুর রায়পাড়ার লক্ষ্মী–নারায়ণ পুজোয় সকলে সারাদিন নির্জলা উপবাস পালন করে

কথায় আছে রসপুর রায়ে-খাঁয়ে বাস। হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রাম। আজ থেকে ৪৮৩ বছর আগে মুঘল সম্রাট শের শাহের আদেশে বর্ধমান থেকে কয়জন পাঠান রাজকর্মচারীর সঙ্গে যশশ্চন্দ্র রায় রসপুর আসেন এবং পাকাপাকি ভাবে এখানেই বসবাস ও জায়গীরদারী পরিচালনা করতে থাকেন। তিনিই রসপুর রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে তার প্রবর্তিত দুর্গাপুজো রসপুর তথা বাংলার অন্যতম প্রাচীন পুজো হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার আমল থেকে রসপুর রায় পাড়ায় রাধাকান্ত মন্দিরে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে রাস উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এই রাস পুজোকে কেন্দ্র করেই গ্রামের নাম করণ রাসপুর থেকে আজকের দিনের রসপুর। এলাকার প্রথম সাংস্কৃতিক ক্লাব রায়পাড়া বালক সংঘ। যার বয়স ৯০ বৎসরের অধিক। বিগত আশির দশকের কোনো এক সময় বালক সংঘের নিয়ম রীতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে পাড়ার কয়েক জন বালক (কৌশিক, আলয়, বুবাই, গণেশ, অজয়, পিনাকী ও আরো অনেকে) নামহীন এক সংগঠন গঠন করে মা কালীর পুজো করতে উদ্যত হয়। কিন্তু বালক সংঘের সকল সদস্যগণ সল্প বয়সী এই বালকদের কালীপুজোর উদ্যোগকে প্রতিরোধ করেন। অবশেষে এই বালকরা কিছুটা পিছু হটে শুরু করে নতুন এক পুজো 'লক্ষ্মী নারায়ণ পুজো'। নামহীন এই সংগঠন পরের বৎসরই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মাত্র পাঁচজন সদস্য মিলে নতুন আঙ্গিকে ফাইভ চ্যালেঞ্জার্স নামকরণ করে এই পুজো করতে থাকে, যা আজও চলে আসছে। ফাইভ চ্যালেঞ্জার্স এর এই পাঁচ জন সদস্য হলেন, বুবাই (বর্তমানে প্রয়াত) কৌশিক, স্বপন, অজয় আর সনৎ। রাধাকান্ত মন্দিরের প্রাচীন রাস পুজোকে অনুসরণ করেই রাস পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে এদের এই লক্ষ্মী নারায়ণ পুজো। দেখতে দেখতে ৪০ বৎসরে পদার্পণ করল এই পুজো। পার্শ্ববর্তী বিনোলা গ্রামের প্রতিমা শিল্পী প্রতিমা গড়েন। এলাকার অনেক মানুষ এই পুজোয় শামিল হন। পুজোর দিন সকল সদস্য সারাদিন নির্জলা উপবাস পালন করেন। রাত্রে পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন। পুজোর পরের দিন বিজয়া। ওইদিন সন্ধ্যায় বালক ভোজন অনুষ্ঠিত হয়। বহু মানুষ এই বালক ভোজনে এসে উপস্থিত হন। এরপর প্রতিমা বরণ ও সিঁদুর খেলার শেষে পার্শ্ববর্তী দামোদর নদে প্রতিমা বিসর্জনের কাজ সারা হয়। আলিঙ্গন আর শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে সেই বছরের লক্ষ্মী নারায়ণ পুজোর থেকে যায় পরের বছরের জন্য অপেক্ষা।

তথ্য ও ছবি
অসীম কুমার মিত্র

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পন্ন হল ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব

প্রতিবারের মতো এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পন্ন হল দাঁইহাটের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। উৎসবের দিনগুলো মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ থাকায় পুলিশ-প্রশাসন, পুরসভা সহ দাঁইহাট রাস উৎসব কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আগত লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে দু'দিনের এই উৎসব শেষ হল মঙ্গলবার গভীর রাতে। তবে, আনুষ্ঠানিকভাবে দু'দিনের উৎসব হলেও এর রেশ ছিল বুধবার রাত পর্যন্তও। চোখধাঁধানো থিমের প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা, আলোর রোশনাই, হরেকরকমের বাদ্যবাজনা সহ নৃত্যকলা প্রদর্শন এসব নিয়েই ছিল রাস উৎসবের জমজমাট আয়োজন। এবারের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে পুজোকমিটিগুলির সম্মিলিত বাজেট কমবেশি দু' কোটির কাছাকাছি ছিল বলে একাধিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে। শোভাযাত্রায় এবারও লক্ষাধিক দর্শনার্থীর সমাগম হয়। কাচের মণ্ডপের পাশাপাশি রাজস্থানের মন্দির, কাল্পনিক অট্টালিকা, বরফে ঢাকা পাহাড়ি পরিবেশ প্রভৃতি ঠাঁই পায়। তবে, এবারে উৎসবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ঠাঁই করে নেয় মহাপ্রভু পুজো কমিটির রজতজয়ন্তী বর্ষের যাবতীয় আয়োজন। তাদের পঁচিশ বর্ষ পূর্তিতে অসাধারণ শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি শোভাযাত্রার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার।

অন্যদিকে, হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মহিয়াড়ী গ্রামের কুন্ডুচৌধরী জমিদার ১৮১৬ খ্রী: নিজ অট্টালিকার সামনেই জোড়া শিবমন্দির নির্মান করেন। ঐ বছরই তিনি কুলদেবতা লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করে রথের সময় রথের মেলা এবং রাস পূর্ণিমায় রাসের মেলার প্রচলন করেন। অগ্রহায়ন মাসের পূর্ণিমার এই তিথিতে রাস পূর্ণিমার দিন মূল মঞ্চ তৈরি করে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও অন্যান্য কিছু সখীদের মূর্তি করে মহা রাজকীয় জৌলুসে রাস মেলার প্রচলন করেন।

এছাড়াও মূল মঞ্চের পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে এক একটি পৃথক মঞ্চ নির্মাণ করে শ্রীকৃষ্ণের উপর ও পৌরাণিক এবং সামাজিক দৃশ্যকে তুলে ধরা হয়। আগের মতো আর রাজকীয় জৌলুস না থাকলেও আজও স্বগৌরবে পালিত হয়ে আসছে এই রাজবাড়ীর ঐতিহাসিক রাস উৎসব। এই রাস উৎসব উপলক্ষ্যে বসে বিরাট রাস মেলা।

৩০০ বছরের রামপ্রসাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি জগদীশপুর পঞ্চানন ভবনে ৩০০ বছরে 'রামপ্রসাদ'কে নিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল 'নতুন প্রভাত' পত্রিকার ২৪০ তম আসরে। মাতৃ সাধক রাম প্রসাদ তাঁর উক্তি দর্শন বর্তমান সমাজে কতখানি প্রভাবিত – এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ডঃ সোমনাথ সরকার। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় কবি শিব প্রসাদ মণ্ডল,ডঃ মোহনলাল মণ্ডল, মোহন চৌধুরী, দীপক দত্ত প্রমুখ অতিথিবৃন্দ সাধকের জীবনযাত্রার কিছু অংশ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন শিশুশিল্পী অভ্র নস্কর। উপস্থিত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও অতিথিবৃন্দ প্রত্যেকেই গোলাপ দিয়ে বরণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য সংবর্ধনায় স্বাধীনতার পর প্রথম হাওড়ার বিধায়ক তারাপদ দে এবং তাঁর স্ত্রী মিনতি দে'র কন্যা সুপর্ণা ঘোষের হাতে স্মারক স্মৃতি সম্মান তুলে দেন কবি শিব শংকর দাস। নৃপেন্দ্র নাথ মাইতি শিল্পী মহল পরিচালিত শ্রীমতী অর্চনা দাস, সমাশ্রীতা, ঈশিকা, প্রতিমা নস্কর, সুব্রত মুখার্জী, জ্যোৎস্না দাস, সুচন্দ্রা কায়েলের ভক্তিমূলক গান অভূতপূর্ব নিদর্শন রাখে। অমিত দত্ত, কিংকর চন্দ্র রায়, বিমল সামন্ত, রুমা বসু নস্কর, সন্দীপ দাস, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, ভূমিকা নস্কর, লক্ষ্মী সিং, লেখা মাইতি, তনু ঘোষ প্রমুখ কবিতা পাঠে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুদক্ষ সঞ্চালনায় ছিলেন 'নতুন প্রভাত' পক্ষে শতদল অধিকারী।

বাঙ্ময়-এর বিজয়া সম্মেলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময় সংস্থা আয়োজিত দুর্গাপুজো, দেওয়ালি, ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজোর পর গত শনিবার ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় সংস্থার কর্ণধার বাচিক শিল্পী রীনা দত্ত-র বাংলোবাড়িতে এক ঘরোয়া আড্ডায় সকল সঙ্গীত জগতের শিল্পীরা মিলিত হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্যামল পালের বেহালা বাদনের মাধ্যমে। এরপর আল্পনা নন্দী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মিলন কবিতা পাঠ করেন। অর্চি সাহা মজুমদারের কবিতা 'রাজা আসে যায়'। অজিত মুখোপাধ্যায় 'আলোছায়া আল্পনা' গল্প পাঠ করেন। স্টেথিস্কোপ নিয়ে রোগী দেখা আবার সঙ্গীত মনোভাব সম্পন্ন ক্যাপ্টেন সমীর দত্ত। জ্যোতিন্দ্র মোহন বাগচির লেখা অপরাজিতা কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সঙ্গীত শিল্পী জলি দত্ত গান পরিবেশন করেন। রীনা দত্ত ও সুদীপ ভট্টাচার্য যুগ্মভাবে শ্রুতিনাটক করেন জীবনানন্দ দাশের 'কুড়ি বছর পর'। সঞ্চিতা ভট্টাচার্য কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। দেবদিতা বারিক পরিবেশন করেন 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে'।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অরুণ দাস। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার 'চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী'। তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকের বিষয় নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন।

বাঙ্ময় সংস্থাটি মূলত সঙ্গীত ও শ্রুতিনাটক শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯৯০ সালে ডাক্তার সমীর দত্ত ও সহধর্মিনী রীনা দত্তের একান্ত প্রচেষ্টায় পথচলা শুরু হয়।

মাঙ্গলিকী

বিজয়ার আড্ডা

আয়োজনে রাজডাঙা দ্যোতক আলোচনা থিয়েটার কেন করি

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ২৯ অক্টোবর তপন থিয়েটারের তাপস–জ্ঞানেশ সভাঘরে রাজডাঙা দ্যোতক আয়োজন করল নাটকের আড্ডা বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে।

আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিলেন বিদগ্ধ নাট্য সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, অনীক নাট্যদলের নির্দেশক ও সংগঠক অরূপ রায়, শুভাশিস খামার, শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং সরস্বতী নাট্যশালার কর্ণধার ও নির্দেশক জয়েশল। প্রত্যেক বক্তাই নাটক করার কারণ হিসাবে বিভিন্ন রকম বক্তব্য উপস্থাপনা করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও সমালোচক প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত।

অরূপ রায় বলেন, নাটক ছাড়া আর কিছু করতে পাবি না তাই নাটক করি। আমি চাকরি করে নাটকটা করেছি এ যাবৎ। বর্তমানে রিটায়ার করে পুরোপুরিভাবে নাটক নিয়েই পড়ে আছি। অনীক এর গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব বর্তমানে দেশকালের সীমা পেরিয়ে বাংলাদেশে একটা জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নাট্য উৎসব ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাভিত্তিক নাট্যদল গুলিকে আমন্ত্রণ করে তপন থিয়েটারে প্রতি মাসের প্রথম সোমবার এবং তৃতীয় সোমবার মফস্বলের নাট্যদলগুলি তপনে তাদের নাট্যকলা প্রদর্শন করে চলেছে। যতদিন বেঁচে বর্তে থাকবো নাটক নিয়েই বেঁচে থাকবো। শুভাশিস খামার ও অরূপদার কথার সূত্র ধরে বলেন নাটক করছি বলেই মনে হয় এখনো বেঁচে আছি। নিজেকে অন্বেষণের এতো বড় মাধ্যম আর কোথায় পাবো। নাটক আমাকে সহজ সরলভাবে বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়েছে। শেখর চট্টোপাধ্যায় বললেন নাটক আমাকে সৎভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। ভেবে দেখেছি আমার দ্বারা অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। আমি এখন ফুল টাইম নাটক নিয়েই আছি। বাকি জীবনটা এভাবেই কেটে যাবে।

তরুণ তুর্কি জয়েশল বললেন, প্রফেশনাল ব্যবহারজীবী হিসাবে যতটুকু কাজ করি তারপর পুরোটা সময় নাটক নিয়েই পড়ে আছি। প্রায় প্রতি বছর তিন থেকে চারটি নাট্যোৎসব করে থাকি সরস্বতী নাট্যশালার ব্যবস্থাপনায়। আমার সহকর্মীরা সর্বদা আমার পাশে থাকে। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমার দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম না। নাটক করে আমি যে প্রাণের আরাম পাই আর কোথায় ও সেটা পেতাম বলে আমার অন্তত বিশ্বাস হয় না। তাই নাটক করে চলেছি। এটা আমার দায়বদ্ধতা। সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। সবশেষে রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন আমার কোনো নিজের নাট্যদল নেই। আমি অভিনয়ও করি না। তথাপি আমি কখন যে নাটকেরই লোক হয়ে গিয়েছি তা আজ আর মনে করতে পারি না। আসলে নাট্যদলগুলিই আমাকে নাটকের লোক বানিয়ে ছেড়েছে। আমি নাটক দেখি এবং নাটকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সাধ্যমতো চেষ্টা করে থাকি। বিভিন্ন দলের কি মফস্বল কি কলকাতা সকল দলের নাটক দেখতে যাই এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনের মধ্যে একটা অনুরণন নিয়ে ফিরে আসি। ভালো লাগে। বর্তমানে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি নাটক যেন কিছুটা সরকারি গ্র্যান্ট নির্ভর হয়ে গেছে। তার একটা কুফল অবশ্যই হয়েছে। নাটকে লড়াইটা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লড়াইটা দরকার বন্ধু। নাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। তবে গ্র্যান্টের বিরোধিতা আমি করি না। পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যশিল্পকলা অনুদানেই চলে আসছে। অনুদান যদি ঠিক মতো ঠিক জায়গায় পড়ে তা দিয়ে অনেক ভালো কিছু করা যায়। কিছু ভালো কাজ তো হয়েইছে।

এরপর কিছু অনুষ্ঠান ছোটো ছোটো নাটিকা, শ্রুতিনাটক আমরা দেখতে পেলাম। প্রথমেই কানাডা থেকে আসা নিবেদিতা সান্যাল ভট্টাচার্য 'পরম পাওয়া' শ্রুতি নাটিকা পরিবেশন করলেন। নাট্যকার বনানী মুখার্জি। বেশি ভালো উপস্থাপনা।

এরপরে সাহানা রায় ও তার সম্প্রদায় পরিবেশন করলেন ছোট্টো নাটিকা 'দক্ষতা ও গলার কাঁটা।' অংশগ্রহণে ছিলেন সাহানা রায় শুভঙ্কর অধিকারী, বিউটি দাস, পম্পা দত্ত রায়।

বাচ্চাদের দল পরিবেশন করল শ্রুতিনাটক 'পাগলে কিনা বলে'। রচনা অস্মিতা বাগচী প্রযোজনা নতুন পৃথিবী। নির্দেশনায় অর্কন ব্যানার্জী। অংশগ্রহণে পৌলস্থ্য রায়, অর্কন ব্যানার্জী এবং সমর্পিতা দত্ত। পরবর্তী উপস্থাপনা অনুনাটক কাঁথা মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং আরুষ দত্ত নির্দেশিত নাটক। অংশগ্রহণে আরুষ দত্ত, বেবি সেন, সৌরজিৎ বসু। খুব ভালো এবং মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত।

উপসংহারে বলতে চাই প্রায় প্রতি বছর রাজডাঙা দ্যোতক এরকম একটা মজাদার আড্ডার ব্যবস্থা করে থাকে প্রধানত শুভাশিস ও শান্তনু দীক্ষিত এই দুই জনের কর্ম তৎপরতায়। অনুষ্ঠান শেষে দলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিল্পীদের এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে বিজয়ার মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠানের মধুরেণ সমাপয়েত ঘটল। এই নাটক প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই নাটক প্রযোজনায় বর্তমানে সমস্যা অনেক এসে গিয়েছে। প্রথমত অর্থ সমস্যা। তবে সমস্যা দুর্নিরোধ্য হতে পারে কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নয়। আমাদের কারো হাতে আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা তো নেই যে ঘসা মারলেই একজন এসে সব সমস্যা দুর করে দেবে। আসলে আমাদেরকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ, আর এপথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের দারাবাহিকতার প্রতিরোধী শ্লোগান। নাট্যমঞ্চেই আমরা ছিন্ন করবো অন্যায়ের বেড়াজাল। হিংসার বিষবাষ্প এবং তবেই একদিন ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালী সূর্যের সোনালী সকাল। নাটক শুধু বিনোদন নয়, নাটক হয়ে উঠুক সংগ্রামের হাতিয়ার। এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। হতাশার কোন কারণ নেই।

আলিপুর বার্তা ও দেশলোক আয়োজিত বিজয়ার আড্ডা জমজমাট বিবেক নিকেতনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ নভেম্বর রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা অবধি নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর পরিচালনায় সামালির বিবেক নিকেতনে হয়ে গেল আলিপুর বার্তা ও দেশলোকের বিজয়ার আড্ডা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ডঃ সুবোধ চৌধুরীর উদ্যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দীপদান করা হয় সঙ্গীতের মূর্ছনায়। তারপর এক বৈঠকী মেজাজে শুরু হয় বিজয়ার আড্ডা। ছিল মিষ্টিমুখেরও ব্যবস্থা। উদ্বোধন সঙ্গীতে অংশ নেন মহুয়া মালিক, কল্পনা বাগ, ব্রততী ঘোষ, তনুশ্রী মণ্ডল এবং বজবজ ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি রুনা দাস সাঁতরা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। বিভিন্ন জেলার সাংবাদিক বন্ধু ও বহু গুণীজন আলাপ পর্ব সারেন। সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন অভীক মুখোপাধ্যায় এবং কল্যাণ দাস ও মহুয়া মালিক। কবি সাহিত্যিক স্বপনকুমার মান্না ছড়া পাঠ করেন। এলপি রেকর্ড অংগ্রাহক ও লেখক সঞ্জয় সেনগুপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনান। তাঁর সংগ্রহে ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন মিলিয়ে ৭৫ হাজার রেকর্ড রয়েছে জেনে সকলে অবাক হন। নাট্য পরিচালক সুভাশিস চক্রবর্তী, কবি দেবাশিস ঘোষ, শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন ব্রহ্মচারি, অরুণ লোধ উৎসাহের সঙ্গে আড্ডায় শামিল হন। বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক ও রশ্মি বালার 'কলকাতায় কপাল কুণ্ডলা' শ্রুতি নাটক শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। দুই ক্ষুদে শিল্পী সমাদৃতা ঘোষের ছড়া এবং অঙ্কিত মুখার্জীর গানও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রিয়ম গুহর ছোট্ট ম্যাজিক উপস্থাপনা আড্ডাকে অন্যমাত্রা দেয়। আগামী জানুয়ারি (২০২৪) সালে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি সভাও হয়। সব মিলিয়ে এবারের আলিপুর বার্তা ও দেশলোকের বিজয়ার আড্ডা অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। আলিপুর বার্তা ও দেশলোকের লেখক সাংবাদিক, সমিতির সদস্য ও বিবেক নিকেতনের কর্মীদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে ওঠে।

জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের বিজয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার ২৬ নভেম্বর সংঘের প্রশাসনিক কার্যালয় জেলা ভবনের সভা গৃহে অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সঙ্গে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ মিলন অনুষ্ঠান বিজয়া সম্মিলন। সংঘের কর্মী, প্রশিক্ষক, সদস্য,সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে ভরপুর হয়ে ওঠে এই আনন্দ মেলা। সংগীত–আবৃত্তি–বাঁশির সুর–মূর্চ্ছনা আর কথার ডালিতে সৃষ্টি হয় এক স্বর্গীয় পরিবেশ। বিশেষ করে উত্তম মণ্ডল, সুকুমার দাস, চন্দন রায়, মিতা খাঁড়া ও রামচন্দ্র খাঁড়ার সঙ্গীত লহরী, প্রিয়াংশু মাইতির বাঁশির মনকাড়া সুর, সর্বকনিষ্ঠা দুই শিল্পী কৃষ্ণা বাগ ও অরিত্র বাগ ও অনির্বাণ চক্রবর্তীর সুললিত আবৃত্তি এবং সংঘের সম্পাদক অনিল নস্কর, ডাঃ তরুণ রায়, নির্মল গোস্বামী, প্রহ্লাদ দাসের প্রাসঙ্গিক অপরূপ কথার ভঙ্গিতে সকলেই আবিষ্ট। সবশেষে মিষ্টি মুখে মিষ্টান্ন গ্রহণের পর পারস্পরিক আলিঙ্গন ও প্রনাম পর্ব সমাপনের পর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রদ্ধেয় দেবনাথ অধিকারী বিজয়া সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অভিনব প্রয়াস চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের উদ্যোগে চুঁচুড়ায় বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ৫ নভেম্বর বিকেলে চুঁচুড়া বকুলতলা ঘাটে চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের ব্যবস্থাপনায় বাঙালির 'আড্ডার মজলিসে বিজয়ার প্রণাম' শীর্ষক এক অনন্য ভাবনার অনুষ্ঠানে চারজন বর্ষীয়ান নাগরিকদের সম্মান প্রদান করেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা। শীল পাটির আসনে বসিয়ে উত্তরীয়, ব্যাজ, একটি সুদৃশ্য স্মারক ও একটি গাছের চারা দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এঁরা হলেন বীণাপানি দাস, অনিমেষ চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার মান্না ও মিনতি চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে মিনতি কিনু গোয়ালার গলি ছড়াটি শোনালেন। অনুষ্ঠান শুরুতে হাওড়ার সুতপা পাহাড়ি খালি গলায় সুমধুর কণ্ঠে গিরিন চক্রবর্তীর লেখা গান 'নাও ছাড়িয়ে দে, পাল উড়িয়া দে' গানটি পরিবেশন করেন। এদিন তিয়াশা কুণ্ডু গান শোনান। অভিনেতা অমল চক্রবর্তীর রচনা ও নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় শ্রুতিনাটক অচিনপুর। অভিনয়ে ছিলেন কাকলী দাস, দীপঙ্কর সরকার, দেবাশিস সানা, প্রভাত কুমার মিত্র, সুরজিৎ পুরকায়স্থ। বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার ছাড়া গত ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবসের দিন গঙ্গার ঘাটে আড্ডা শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের কর্ণধার তপন সাহা বলেন, বর্তমানে বিজয়ার প্রণাম, অধিকাংশই হয় মোবাইল বা ফেসবুকে, হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে। মূলত গুরুজনদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেওয়ার ঐতিহ্য ও আনন্দকে ফিরে পেতেই এই ভাবনা। আমাদের দেখে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এই শ্রদ্ধা ভক্তি তাদের মনে জেগে উঠুক। বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা নিয়ে ৩১৭টি স্লোগান আসে হোয়াটস অ্যাপে। তার মধ্যে একজন সাংবাদিকের উক্তি ছিল 'বাঁচলে পরিবেশ, পরিপুষ্ট হবে দেশ'। এই সংগঠনটি ট্যাগ লাইনটি সারাবছর সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্ত। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিকশিল্পী সোমা দাস।

বিকেল বাসর–এর শারদ উৎসব

শ্রেয়সী ঘোষ : গত রবিবার সন্ধ্যায় বিকেল বাসর কলকাতা'র বর্ষপূর্তি ও শারদ উৎসব উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের কলকাতাস্থ বাসভবনে এক অপূর্ব আসর বসেছিল। তাতে বিশিষ্ট সভ্য সভ্যারা স্বরচিত কবিতা পাঠে, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে ও আড্ডায় জমিয়ে দিয়েছিলেন। সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন বিশিষ্ট কবি বটকৃষ্ণ দে। বিকেল বাসরের বার্ষিক সংখ্যাটি এই দিনই প্রকাশিত হল। আমন্ত্রিত শিল্পী সৌম্য ভাদুড়ী শোনালেন রবীন্দ্র সঙ্গীত। শেষ পর্বে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ তাঁর অনুষ্ঠানে পরিচালক অসিত সেনের শতবর্ষ নিয়ে কথায় ও গানে মুগ্ধ করলেন সবার মন। অত্যন্ত

দক্ষতার সঙ্গে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করলেন সংস্থার সম্পাদক লেখক সুব্রত দে।

সুস্থ সংস্কৃতিতে শিশুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ নভেম্বর বিকাল ৪ টায় নিউ টালিগঞ্জ পূর্ব পুঁটিয়ারীর রুনু ভিলায়, সাহিত্যক বসু মিত্র দত্তের তত্ত্বাবধানে এর সাহিত্যের আসর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিশু মন মানসিকতার বিকাশ নিয়ে আলোকপাত করেন কালের খবর পত্রিকার সম্পাদক অভিজিৎ গুপ্ত।বসু মিত্র দত্ত খুব ছোটবেলা থেকে শিশু উপযোগী গল্প,ছড়া, রোমাঞ্চকর সাহিত্য রচনা করেন। 'শিশু সাহিত্যে শিশুদের কীভাবে মননিবেশ করানো যায় তা নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিশু সাহিত্যে অভিভাবক ও বাবা মায়ের ভূমিকা নিয়ে সকলে আলোচনা করেন। ডঃ শ্বেতা দত্ত,পুষ্প ধানুক, হাওড়া জেলা শিশু সাহিত্য সংসদের সভাপতি রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান ঘিরে শিশু ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিশ্ব সিনেমার সম্ভার নিয়ে শুরু হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

প্রিয়ম গুহ : বিশ্ব চলচ্চিত্রের মেল বন্ধনের মাধ্যমে শীতের আমেজ গায়ে লাগিয়ে ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ কলকাতায় এক উৎসবের সূচনা হবে চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উৎসব মুখরিত বাংলা বিভিন্ন উৎসব, পুজো কাটিয়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করবে বড়দিনের আগেই। সে বিষয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে রবীন্দ্র সদনে ২৯ নভেম্বর ২০২৩ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উপদেষ্টা তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১৫ হাজার মানুষের সমাগমে ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলায় উদবোধন করবেন সংস্কৃতিপ্রেমী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সলমন খান, অনিল কাপুর, কামাল হাসান, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, সৌরভ গাঙ্গুলি সহ টলি পাড়ার চলচ্চিত্র জগতের সকলে। উদ্বোধনী সিনেমা হিসাবে দেখানো হবে উত্তমকুমার তনুজা অভিনীত 'দেওয়া নেওয়া'।

এ বছর শুধু সরকারি হল বা নন্দন চত্বরে এই উৎসব সীমাবদ্ধ থাকছে না। নন্দন ১, ২ ও ৩, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, রাধা স্টুডিও, নজরুল তীর্থ ১, ২ ছাড়াও মিনার, নবীনা, নিউ অ্যাম্পেয়ার, স্টার থিয়েটার, বিজলী, অজন্তা, মেনকা, আইনক্স (সাউথসিটি), আইনক্স (কোয়েস্ট মল), আইনক্স (মেট্রো), পিভিআর (মানি স্কোয়ার), প্রাচী এবং অশোকা সিনেমা হলেও দিনে একটি করে শো রয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবের।

এবছর বাংলা ছবির উপরেও প্রতিযোগিতা হবে সেরা ছবি জিতে নেবে ৭ লক্ষ টাকার পুরস্কার। এটি এবছর প্রথম। এছাড়াও ১৬৯টি কাহিনী চিত্র এবং ৫০টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এবং তথ্যচিত্র রয়েছে এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে। ৩২ টি দেশ অংশগ্রহণ করছে চলচ্চিত্রের এই উৎসবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকেও বহু ছবি আসছে এবারের উৎসবে। রবীন্দ্র সদনে ডিসিপি প্রজেক্টরে সিনেমা দেখানো হবে যা দর্শককে নস্টালজিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করছে উদ্যোক্তারা। এছাড়া রাধা স্টুডিওতেও ঐতিহাসিক কিছু প্রজেক্টরে দেখানো হবে সিনেমা।

এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠকে ২৯তম চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো উদ্বোধন হয়।

সেজে উঠছে নন্দন। ছবি : অরুণ লোধ

মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে এই বছর প্রথম থিম সঙ তৈরি করা হয়েছে। গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। ভাবনা এবং প্রথম কয়েক লাইন লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এরপর এর রূপদান করেছেন কবি শ্রীজাত।

১৫৯০টি ছবির মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে প্রতিযোগিতায় রয়েছে ৭২টি কাহিনী চিত্র, ৫০টি তথ্যচিত্র, ৯৭টি চলচ্চিত্র। এছাড়াও এই উৎসবের মাধ্যমে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হচ্ছে ১০০ বছরের বিশ্ব সিনেমার নক্ষত্রদের। তাদের মধ্যে রয়েছেন মৃণাল সেন, লিন্ডসে অ্যান্ডারসন, রিচার্ড অ্যাটেনবোরো, চার্লটন হেস্টান, অসমেন স্যামবেনে, মুকেশ, দেবানন্দ এবং শৈলেন্দ্র। শ্রদ্ধা জানানো হবে গীনা লোলোব্রিজিডা, কার্লস সৌরা, ডিরেক ম্যালকলম, সৌমেন্দু রায় এবং দারিউস মেহেরজুই।

এবছরের ফোকাস কান্ট্রি 'স্পেন'। এছাড়াও বিশেষ নজরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ১৫টি চলচ্চিত্রের উপর। তার মধ্যে রয়েছে

অস্ট্রেলিয়ার ভৌতিক কিছু সিনেমা। বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে এবারের উৎসবে রয়েছে ৬টি বিরল ভাষার ছবি এবং ৭টি কুর্দিস ভাষার ছবিও দেখানো হচ্ছে। সঙ্গে সাঁওতালী ভাষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সিনেমা স্থান পাচ্ছে বৃহৎ এই উৎসবে।

শুধু ছবি দেখানো নয়, সিনেমা জগতে বিভিন্ন আলোচনা নিয়ে সিনে আড্ডা হবে নন্দন চত্বরে একতারা মঞ্চে ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যেবেলায়। লরেন্স কার্দিস ৯ ডিসেম্বর বিকাল ৪টের সময় শিশির মঞ্চে সত্যজিৎ রায় স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করবেন। বিভিন্ন আলোচনায় শিশিরমঞ্চ, নন্দন ৩–এ অংশগ্রহণ করবেন অ্যাঞ্জেলা মলিনা, সোনিয়া গুপ্তা, রাজীব মাসান্ত সহ অন্যান্যরা। রয়েছে অভিনয় এবং নির্দেশনার ওপরে বিশেষ প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ দেবেন মনোজ বাজপেয়ী এবং সুধীর মিশ্র। কলকাতার ২৩টি জায়গা মেতে উঠবে আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে। হয়ে উঠবে সিনে প্রেমীদের মিলন ক্ষেত্র। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তথা কিফ্–এর আর এক উপদেষ্টা ইন্দ্রনীল সেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শান্তনু বাসু, কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সিলেকসন সাব কমিটির মুখ্য পরিচালক গৌতম ঘোষ এছাড়াও ছিলেন পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী বিধায়ক জুন মালিয়া, অভিনেতা সাংসদ শোহম চক্রবর্তী এবং চিরঞ্জিত চ্যাটার্জী, মন্ত্রী তথা অভিনেত্রী বীরবাহা হাঁসদা, অভিনেত্রী সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, পরিচালক বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, অভিনেতা অরিন্দম শীল এবং সুদেষ্ণা রায়।

ছবি : সোমনাথ পাল

আঁতস কাঁচে

দ্রাবিড়েই ভরসা

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে বিশ্রী হারের পরেও রাহুল দ্রাবিড়ের ওপরই ভরসা রাখল বিসিসিআই।হেড কোচ হিসেবে মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের। সিবিসিআই ব্যাটিং কোচ হিসেবে বিক্রম রাঠৌর, বোলিং কোচ পরেস মামরে, ফিল্ডিং কোচটি দিলীপ –সহ সব সাপোর্ট স্টাফদের অন্যান্যদের চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে কতদিনের জন্য এই মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলেনি। তবে বিশেষজ্ঞদের আশা রাহুল দ্রাবিড়ের চাকরির মেয়াদ ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

গম্ভীর ফিরলেন

কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ৬ বছর পর ফিরে এসেছেন গৌতম গম্ভীর। তাঁর নেতৃত্বেই কেকেআর ব্রিগেড ২ বার ট্রফি জয় করেছিল। তবে এবার গম্ভীরের ভূমিকা একেবারেই বদলে গিয়েছে। তিনি এই দলের মেন্টর হিসেবে যোগ দিয়েছেন। আর যোগ দেওয়ার পর প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন দিল্লির এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি বলেন, বাংলার মানুষের ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে চান। গম্ভীর বলেন, 'কেকেআর আমার হৃদয়ের খুব কাছে রয়েছে। কারণ বাংলার মানুষের থেকে আমি প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি। এবার সেই ভালোবাসার মূল্য চোকানোর পালা।'

মুকেশের বিয়ে

ভারতীয় দল থেকে ছুটি নিয়ে নিজের জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন বাংলার পেসার মুকেশ কুমার। বিয়ে করলেন মুকেশ। সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল তাঁর বিয়ের ছবি। গাঁটছড়া বাঁধলেন চাপড়ার বানিয়াপুর বেরুই গ্রামের দিব্যা সিংয়ের সঙ্গে। উত্তর প্রদেশের গোরখপুরের এক হোটেলে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়।

সুপার খসরা

আইএসএল চলার মধ্যেই বড় ঘোষণা এআইএফএফের। ওড়িশায় জানুয়ারিতেই বসছে কলিঙ্গ সুপার কাপের আসর। এ কথা জানিয়েছেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে কলিঙ্গ সুপার কাপ। আইএসএলের পাশাপাশি আই লিগের দলগুলি এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। চারটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। যে গ্রুপে যারা থাকবে তারা একে এপরের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে। চারটি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দলগুলি পৌঁছবে সেমিফাইনালে। ফাইনাল হবে ২৮ জানুয়ারি।

আসছে 'ভার'

ভারতের ঘরোয়া ফুটবলে এবার লাগতে চলেছে ভার প্রযুক্তি। ২০২৫–২৬ মরসুম থেকে এই প্রযুক্তি ভারতীয় ফুটবলে ব্যবহার করা হবে বলে জানান সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভার প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক ফুটবলে অনেকদিন আগে থেকেই কার্যকর হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেফারি প্রযজেনীয় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভারপ্রযুক্তি ভারতীয় ফুটবলে ব্যবহার করা হলে আইএসএল এবং আই লিগের মতো টুর্নামেন্ট গুলিতে অনেকটাই সাহায্য হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫ গোল খেয়ে এএফসির স্বপ্ন শেষ সবুজ মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তাদের চার গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সেই ওড়িশা এফসি ফিরতি লিগে তাদের বিরুদ্ধে ৫–২এ জিতে এশীয়স্তরের অন্যতম সেরা ক্লাব টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে দিল সবুজ–মেরুন বাহিনীকে। যুবভারতীতে শুরুতে গোল করে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি মোহনবাগান। এই ম্যাচে জিতে ওড়িশা এফসি উঠে এল এএফসি কাপের ডি গ্রুপের দু'নম্বরে। ঢাকার বসুন্ধরা কিংস নিজেদের মাঠে মালদ্বীপের মাজিয়া এসআরসিকে ২–১ গোলে হারিয়ে গ্রুপশীর্ষেই থেকে গেল। শেষ রাউন্ডে বসুন্ধরা ও ওড়িশা মুখোমুখি হবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। ১১ ডিসেম্বর সেই ম্যাচে জিতলে বা ড্র করলে বসুন্ধরাই গ্রুপসেরা হয়ে পরের রাউন্ডে চলে যাবে। কিন্তু ওড়িশা জিতলে তারাই এই গ্রুপ থেকে পরের রাউন্ডে উঠবে। মোহনবাগান শেষ ম্যাচে মাজিয়া এসআরসি–কে হারালেও গ্রুপসেরা হিসেবে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার আর কোনও আশা রইল না তাদের। ম্যাচের ১৭ মিনিটের মাথায় গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন হুগো বুমৌস। কিন্তু ২৯ ও ৩২ মিনিটের মাথায় পরপর গোল করে তাদের পালটা চাপে ফেলে দেন যথাক্রমে প্রাক্তন সবুজ–মেরুন তারকা রয় কৃষ্ণা ও দিয়েগো মরিসিও। ৪১ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়িয়ে নেন ওড়িশার সাই গদার্ড। ৬৩ মিনিটের মাথায় একটি গোল শোধ করেন মোহনবাগানের পরিবর্ত স্ট্রাইকার কিয়ান নাসিরি। কিন্তু ম্যাচের শেষে বাড়তি সময়ে পরপর দুটি গোল করে ওড়িশার জয় সুনিশ্চিত করেন দুই সুপারসাব অনিকেত যাদব ও ইসাক ভানলালরুয়াতফেলা। পাঁচ বিদেশি নিয়ে খেলা শুরু করে মোহনবাগান। যেখানে আহত দিমিত্রিয়স পেট্রাটস ছাড়া সবাই ছিলেন। রক্ষণে ব্রেন্ডান হ্যামিল, হেক্টর ইউস্তে, মাঝমাঠে হুগো বুমৌস, আক্রমণে আরমান্দো সাদিকু ও জেসন কামিংস। শেষ দুজনকে সামনে রেখে ৩–৪–২–১ ছকে খেলা শুরু করে তারা। অন্যদিকে, ওড়িশা এফসি'র আক্রমণে ছিলেন রয় কৃষ্ণা, দিয়েগো মরিসিও, সাই গদার্ড। মাঝমাঠে আহমেদ জাহু ও রক্ষণে কার্লোস দেলগাদো। তারা শুরু করে ৪–২–৩–১–এ। অন্য ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস মাজিয়া এসআরসি–কে ২–১–এ হারিয়ে দেওয়ায় পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য মোহনবাগানের সামনে জয় ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ওড়িশার ক্ষেত্রেও ছিল একই ব্যাপার। তাতে ১৫,০০০ সমর্থকের উপস্থিতিতে মাথা হেঁট করে মাঠ ছাড়লেন কামিন্স, হুগোরা। এএফসি কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ফের আইএসএল'এর ম্যাচ খেলতে নামছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। চলতি মরসুমের আইএসএল'এ ৪ ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই জয় পেয়েছেন জেসন কামিংস, অনিরুদ্ধ থাপারা।

ডিসেম্বরের জাতীয় ফুটবলের আসর বসবে ক্যানিংয়ে

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং: আগামী ২৩ ডিসেম্বর ক্যানিংয়ে শুরু হচ্ছে জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্ট। মাতলা ১ ,২ ও দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মিঠাখালী প্রতিলিপি সংঘের পরিচালনায় অষ্টম বর্ষের এই নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য ২০২২ সালের বাংলাদেশের একটি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছিল।

এবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 'একতা গ্রুপ ক্যানিং', 'তমলুক ব্ল্যাক হর্স এফসি', 'এসটি–একাদশ লেকটাউন', 'মামণি গ্রুপ পাঠচক্র', 'খাজাবাবা ঘুটিয়ারী', 'এআর–৭ সোদপুর', 'তামিম বিল্ডার্স এন্ড গ্যালাক্সি ই–মল', 'ঝাঁপা বাদশা পলিথিন কারখানা' এই ৮টি ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার দুটি সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৩১ ডিসেম্বর। প্রথম পুরস্কার থাকছে ১০ লক্ষ টাকা,চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি এবং মোটরবাইক। দ্বিতীয় পুরস্কার ৮ লক্ষ টাকা,চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি ও মোটরবাইক। এছাড়াও সেমিফাইনালে পরাজিত দুটি দলের জন্য ১ লক্ষ টাকা ও চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি। এছাড়াও বিভিন্ন পুরস্কার রয়েছে।

এই ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'ক্যানিংয়ের বুকে এমন বৃহত্তম ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে করে আমরা গর্বিত। আগামীদিনে এই মাঠে যাতে করে আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট করা যায় সেই ব্যবস্থা করবো।'

টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি উত্তম দাস জানান, 'আমাদের এই 'চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য আবেদন এসেছিল। আমরা লটারির মাধ্যমে ৮টি দল বেছে নিয়েছি। সেই ৮টি ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় খেলবে।'

টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস জানান, 'বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও ফুটবল জ্বরে কাঁপছে ক্যানিং মহকুমা শহর। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ফুটবল খেলায় দর্শকের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়বে আশা করা যায়।'

অন্যদিকে, আগামী ২৩ ডিসেম্বর ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধনের আগেই স্পোর্টস কমপ্লেক্স ফুটবল ময়দানকে ঝাঁ চকচকে করে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছেন টুর্নামেন্ট কমিটির সক্রিয় সদস্য শিলাদিত্য রায়,তন্ময় দেবনাথ,তপন জানা, প্রদীপ দাস ও বিশ্ব দাস সহ অন্যান্যরা।

হার্দিক ফিরলেন মুম্বইতে, গুজরাটের নতুন ক্যাপ্টেন শুভমন

নিজস্ব প্রতিনিধি: জল্পনাই সত্যি হল। গুজরাট ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরে গেলেন তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। গুজরাটের নতুন অধিনায়ক হলেন শুভমন গিল। বেশ কিছুদিন ধরেই হার্দিককে নিয়ে জল্পনা চলছিল। সবাই ভেবেছিল হয়তো হার্দিককে নিয়ে নেবে মুম্বই। এমনকী গুজরাট যাঁদের রেখেছিল তাঁদের তালিকাতেও একদম শেষে ছিলেন হার্দিক। সাধারণত অধিনায়কদের নাম প্রথমের দিকে রাখে সব দলই। কিন্তু হার্দিকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে। এরপরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুম্বই ফেরার কথা জানান হার্দিক। টুইটারে ২০১৫ সালের আইপিএল নিলামের মুহূর্ত থেকে শুরু করে পরিণত হার্দিক হয়ে ওঠার ভিডিও শেয়ার করেন হার্দিক। ভিডিও'র ক্যাপশনে লেখেন, এটা আমার অনেক স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। মুম্বই, ওয়ানখেড়ে, পল্টন। ফিরে এসে ভালো লাগছে'। গুজরাট টাইটান্সের পক্ষ থেকে বলা হয়, অধিনায়ক হিসাবে গুজরাট টাইটান্সকে দু'টো অসাধারণ মরসুম উপহার দিয়েছেন হার্দিক। যার মধ্যে একটিতে চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন এবং অন্যটিতে দলকে ফাইনালে তুলছিলেন। তিনি তাঁর পুরনো দলে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই'। হার্দিককে ফিরিয়ে এনে মুম্বইয়ের কর্ণধার নীতা আম্বানি বেশ খুশি। তিনি বলেন, আমরা হার্দিককে ফেরাতে পেরে বেশ উৎসাহিত। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পরিবারের সঙ্গে হার্দিকের পুনর্মিলন হল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের একজন তরুণ প্রতিভা থেকে শুরু করে এখন টিম ইন্ডিয়ার তারকা হওয়া পর্যন্ত, হার্দিক অনেক দূর এগিয়েছে'। হার্দিকের অধিনায়কত্বে বেশ সাফল্য পেয়েছে গুজরাট। এবার অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে শুভমনের কাঁধে।

মহিলা ফুটবলে মাতল খণ্ডঘোষ

দেবাশিস রায় : শীতের মরসুম শুরু হতেই গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত খেলাধুলায় মেতে উঠতে শুরু করেছে। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, ফুটবল প্রভৃতি নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে বিভিন্ন বয়সীরা। তবে, প্রত্যন্ত গ্রামবাংলায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। সম্প্রতি, এরকমই মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার উন্মাদনা দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের বেরুগ্রাম এলাকায়। মঙ্গলবার বেরুগ্রাম ফুটবল ময়দানে দিনভর আয়োজিত চারদলীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় পূর্ব বর্ধমানের সগড়াই অ্যাথলেটিক ক্লাব। তারা চূড়ান্ত পর্বের খেলায় ৩–১ গোলের ব্যবধানে হুগলির কামারকুণ্ডু মহিলা ফুটবল টিমকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের খেতাব ছিনিয়ে নেয়। বিজয়ী এবং বিজিত দলকে যথাযথ ট্রফি এবং নগদ অর্থ সহকারে পুরস্কৃত করা হয়েছে। অস্মিতা ঘোষ স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত জমজমাট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সগড়াই অ্যাথলেটিক ক্লাব, কামারকুণ্ডু মহিলা ফুটবল দল, আরামবাগ বিশালাক্ষী মাতা কোচিং সেন্টার এবং রসুলপুর মহিলা ফুটবল টিম। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে উপস্থিত অসংখ্য ক্রীড়ামোদী দর্শকের হর্ষোচ্ছ্বাসে বেরুগ্রাম ফুটবল ময়দান জমজমাট হয়ে ওঠে।

সাকিব–লিটনকে ছেড়ে রাসেল, নারিনকে রাখল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও একবার আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিনকে বেগুনি জার্সিতে দেখা যাবে। দুই ক্যারিবিয়ান তারকাকে রেখে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গত আইপিএলে দুজনেই চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। ব্যাটে–বলে ফ্লপ। শোনা যাচ্ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই তারকা ক্রিকেটারকে রিলিজ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আরও একবছর রাসেল এবং নারিনকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল নাইট ম্যানেজমেন্ট। এই দুজন ছাড়াও বিদেশিদের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে রহমানুল্লাহ গুরবাজ এবং জেসন রয়কে। ছেড়ে দেওয়া হল সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, ডেভিড উইসে, লকি ফার্গুসন, টিম সাউদি এবং জনসন চার্লসকে। ঢাক–ঢোল পিটিয়ে নেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের উইকেটকিপার ব্যাটারকে। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই মোহভঙ্গ হয়। অন্যদিকে, সাকিবকে যে ছেড়ে দেওয়া হবে বোঝাই গিয়েছিল। গত আইপিএল থেকেই কেকেআরের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল তাঁর। ভারতীয়দের মধ্যে রিটেন করা হয়েছে নীতিশ রানা, রিঙ্কু সিং, শ্রেয়স আইয়ার, সুয়শ শর্মা, অনুকূল রায়, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা এবং বরুণ চক্রবর্তীকে। আগের বছর চোটের জন্য খেলতে পারেননি শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর অনুপস্থিতিতে আইপিএলের শুরু থেকেই কেকেআরকে নেতৃত্ব দেন নীতিশ রানা। কিন্তু এবার টুর্নামেন্টের প্রথম থেকেই শ্রেয়সের অধিনায়কত্বে খেলবে নাইটরা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে রিলিজ করে দেওয়া হয় শার্দূল ঠাকুর, উমেশ যাদব, আর্য দেশাই, এন জগদীশন, মনদীপ সিং, কুলবন্ত খেজরোলিয়াকে।

বিরাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরাট কোহলির সাদা বলের ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ নিয়ে আবারও প্রশ্নচিহ্ন উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে একদিনের সিরিজ এবং টি–২০ সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন বিরাট। ১০ ডিসেম্বর ডারবানে টি–২০ ম্যাচ দিয়ে শুরু ভারতের সফর। তার আগেই বিশ্রাম চেয়ে বোর্ডের কাছে আবেদন করলেন কোহলি। জানান, একটানা ক্রিকেটে তিনি ক্লান্ত। সাদা বলের ক্রিকেট থেকে কিছুদিন বিশ্রাম চান। তবে লাল বলের সিরিজ খেলবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটে টি–২০, তিনটে একদিনের ম্যাচ এবং দুটো টেস্ট ম্যাচ খেলবে ভারত। টি–২০ এবং একদিনের সিরিজে পাওয়া যাবে না বিরাটকে। তবে দুটো টেস্ট খেলবেন। বোর্ডের এক সূত্র জানান, কোহলি বিসিসিআই এবং নির্বাচকদের জানিয়েছেন, আপাতত সাদা বলের ক্রিকেট থেকে বিরতি নিতে চান। আবার যখন সাদা বলের ক্রিকেটে ফেরার ইচ্ছে হবে, আমাদের জানিয়ে দেবে। বোর্ডকে জানিয়েছে আপাতত শুধু টেস্ট খেলতে চায়। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ওকে দলে রাখা হবে। বিরাটের এই সিদ্ধান্ত তাঁর সাদা বলের ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিল।

এগিয়ে থেকেও ম্যাচ ড্র ইস্টবেঙ্গলের, হতাশ নন কুয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: মরসুমের শুরুটা ভাল হলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগে টানা চার ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গল এফসি। তা সত্ত্বেও বিচলিত নন তাদের স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাঁর মতে, দলের এই সময়ে যেমন খেলা উচিত তেমনই খেলছে। কিন্তু প্রতি ম্যাচে ছোট ছোট ভুলই তাদের সাফল্যের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ৮৫ মিনিট পর্যন্ত এক গোলে এগিয়ে থাকার পরও গোল খেয়ে জেতা ম্যাচ ১–১ ড্র করে ইস্টবেঙ্গল এফসি। এই মরসুমে এই নিয়ে ৩টি ম্যাচে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া করলেন ক্লেটন সিলভারা। ম্যাচের বয়স ৮০ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর এই নিয়ে দ্বিতীয় গোল খায় তারা। গত ম্যাচেও যে ভাবে কেরালার ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ৮৮ মিনিটের মাথায় গোল খেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল, শনিবার চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধেও ৮৬ মিনিটের মাথায় গোল খেয়ে জয়ে ফেরার সুযোগ হাতছাড়া করে।

এই ড্রয়ের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লস কুয়াদ্রাত বলেন, দলের ছেলেদের শারীরিকভাবে কোনও সমস্যা ছিল না। যথেষ্ট বিশ্রাম তারা পেয়েছে। এ রকম কোনো অজুহাত দিতে রাজি নই আমি। তবে চেন্নাইয়িন আমাদের চেয়ে ভাল খেলেছে, এ কথাও ঠিক নয়। আমরা গত কয়েকদিন ধরে যে ভুলগুলো শোধরানোর কাজ করেছি, তার বেশিরভাগটুকুই প্রতিফলিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিগুলোতে আমরা প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে পারি, সেই পরিস্থিতিগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে যা করার দরকার ছিল, তা আমরা করতে পারিনি'। তবে দলের বিদেশি ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে যে তিনি খুশি নন, তাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন কুয়াদ্রাত। বলেন, আমাদের দলের বিদেশি ফুটবলারদের আরও ভাল খেলতে হবে। আজ একজন বিদেশির ভুলেই আমাদের গোল খেতে হয়েছে। গত ম্যাচেও বিদেশিদের ভুল হয়েছে। পেনাল্টিও মিস করেছে একজন বিদেশিই। ৮৫ মিনিটের মাথায় যদি পেনাল্টি মিস হয়, তা হলে কিছু করার থাকে না। আমি আমার বিদেশি খেলোয়াড়দের নিন্দা করছি না। শুধু বলছি ওদের আরও ভাল খেলতে হবে। ওরা দলের শক্তি। ওদের সে রকমই পারফরম্যান্স দেখাতে হবে। দল হিসেবে আমাদের এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে'। ম্যাচের ২৯ মিনিটের মাথায় চেন্নাইয়িনের মিডিও আয়ূষ অধিকারীর নিজগোলে এগিয়ে যায় কলকাতার দল। এই নিয়ে আইএসএলে এটি চেন্নাইয়িনের সাত নম্বর নিজগোল ও আয়ূষের প্রথম। সেই গোলেই ৮৫ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। সারা ম্যাচে এদিন যথেষ্ট গোছানো ও তপর থাকার পরে শেষ ১২ মিনিটে (বাড়তি সময়–সহ) চাপের মুখে ভেঙে পড়ে লাল–হলুদ রক্ষণ এবং সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সমতা আনে চেন্নাইয়িন এফসি'র নিনথই মিতেই। আইএসএলে এটি তাঁর দ্বিতীয় গোল। ঘটনাচক্রে প্রথম গোলটিও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেই। এই ড্রয়ে লাল–হলুদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অপরাজিত থাকার নজির অক্ষুণ্ণ রাখল চেন্নাইয়িন এফসি। দল পরিকল্পনামাফিকই খেলছে বলে মনে করেন কুয়াদ্রাত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা কিন্তু পরিকল্পনামাফিকই খেলেছি। তবে আমাদের আরও পরিণত হতে হবে। আমার দলের ছেলেদের ওপর আস্থা রয়েছে। আমার বিশ্বাস ওরা পারবে। আমরাও সাফল্যে ফিরে আসব।

হার্দিক মুম্বইতে ফিরতেই অশান্তির আশঙ্কা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেক নাটকীয়তা শেষে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এরপর থেকে তার কাঁধেই দলটির নেতৃত্বভার উঠছে বলে জোর আলোচনা শুরু হয়। আর তেমনটা হলে মুম্বইয়ে দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ব শেষ হবে রোহিত শর্মার। ভারত জাতীয় দলের এই অধিনায়কের অধীনে মুম্বাইয়ে সুখের সংসার ছিল বলা চলে! কিন্তু হার্দিকের আগমনের পর থেকে সেটা আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে নীরব বিদ্রোহে নেমেছেন আরেক সিনিয়র পেসার জসপ্রীত বুমরাহ! হার্দিককে দলে নেওয়ার পেছনে কেবল অলরাউন্ডারের প্রয়োজনীয়তাকেই একমাত্র কারণ হিসেবে দেখতে রাজি নন অনেকে। কারণ আইপিএলে গত আসর থেকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারে'র একটি নতুন নিয়ম এসেছে। যার কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজি আসরটিতে কমেছে অলরাউন্ডারদের প্রয়োজয়ীয়তা। দুই ইনিংসে খেলোয়াড় বদলি করার সুযোগ বোলিংয়ের সময় বাড়তি বোলার এবং ব্যাটিং চলাকালীন বাড়তি ব্যাটার নেওয়ার পথ খুলে দিয়েছে। সে হিসেবে অলরাউন্ডার হওয়ার সুবাদে নয়, বরং রোহিতের পরে হার্দিক পান্ডিয়ার হাতেই যে মুম্বইয়ের নেতৃত্ব উঠতে চলেছে সেটা অনুমান করা যায়। অন্যদিকে, এতদিন পর্যন্ত রোহিত পরবর্তী সময়ে মুম্বইকে নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বুমরাহ। হার্দিকের আগমনে তাই বুমরাহর সেই স্বপ্ন ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিষয়টা মোটেও ভালোভাবে নিতে রাজি নন বুমরাহ।

ইতিহাসে প্রথমবার মহমেডানে বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রীড়া জগতের ব্যক্তিত্বদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। ঝাঁ চকচকে ক্লাব তাঁবু তৈরি, চমৎকার মাঠ, গ্যালারি তৈরি করা থেকে নিজেদের ক্লাব ফুটবল দলের স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং আধুনিক হয়ে উঠেছে। এবার মহমেডান ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবার বিজয়া সম্মিলনী করে চমকে দিলেন আমিরুদ্দিন ববি, ইস্তিয়াক আহমেদ, কামারউদ্দিনরা। এই বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে মহমেডানের প্রাপ্তিযোগও হল। অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহমেডান ক্লাব কর্তাদের অনুরোধে ফুটবলারদের জন্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার একটি টিম বাস উপহার দিচ্ছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ সুদীপবাবু মহমেডানের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে এসে বলেন, সুলতান আহমেদ যখন বেঁচে ছিল তখন মাঝে মধ্যে মহমেডান ক্লাব তাঁবুতে আসতাম। তখন ক্লাবটি অন্যরকম ছিল। এখন এসে চিনতেই পারছি না। এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ক্লাব তাঁবু সংস্করণ করে এত সুন্দর করে সাজানোর জন্য মহমেডান কর্তারা প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।' মহমেডান ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেন, সুদীপদার সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে গিয়েছে। উনি আমাদের ফুটবলারদের জন্য একটি টিম বাস দিচ্ছেন। যে সব ফর্মালিটি আছে সেই সব পূরণ করব।' মহমেডানের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, মোহনবাগানের সচিব দেবাশিস দত্ত, ইস্টবেঙ্গলের কর্তা দেবব্রত সরকার, রাজা গুহ। ছিলেন ময়দানের বহু ক্লাব কর্তারাও। ছিলেন মহমেডানের ফুটবলাররাও।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com